ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-129 ■ 15 February, 2025 ■ আগরতলা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে

বাংলাদেশের বিষয়টি মোদীর উপরই ছাড়লেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বাংলাদেশের ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরেই ছাড়লাম, সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ওঠে। পড়শি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাম্পের কাছে নিজের উদ্বেগ ব্যক্ত করেন মোদী।

ট্রাম্প বলেন, "দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। বহু বছর ধরে এই চেষ্টা চলছে। আমি এই সংক্রান্ত খবরাখবর পড়ছি। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারটা আমি মোদীর উপরেই ছাড়তে চাই।"

পরে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী বলেন, "বাংলাদেশ নিয়ে মোদী এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ট্রাম্পকে জানিয়েছেন মোদী। নিজের উদ্বেগও ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আমরা তাঁদের সঙ্গে গঠনমূলক এবং স্থিতিশীল আলোচনা করতে পারব। কিন্তু আপাতত ওখানকার পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বিগ্ন। ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে কথা বলেছেন।"

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, মোদী বড় মানুষ, একজন বিশেষ নেতা। হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানানোর সময় ট্রাম্প বলেন, 'আপনাকে মিস করেছি, আপনাকে অনে বেশি মিস করেছি।'

পরে হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছেন, 'তিনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচক এবং তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচনাকারী। এমনকি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই।' ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোন বাজেট হয়নি ঃ মানিক

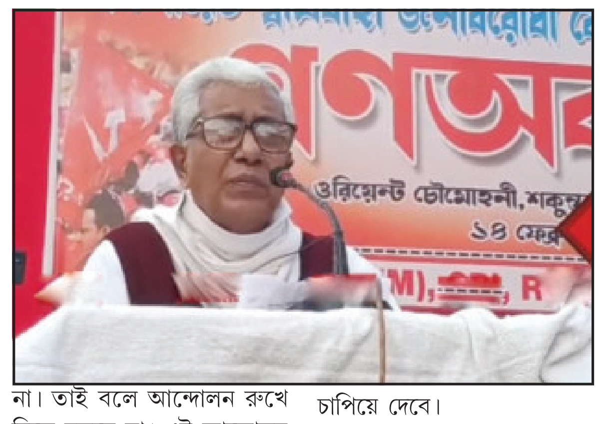

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলো বাজেট পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটিও বাজেট দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী পুরুষ অর্থাৎ সমাজের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় হয়নি। যারাই রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছেন তারাই পুঁজিপতিদের স্বার্থে বাজেট পেশ করেছেন। বামপন্থী দলসমূহের ডাকে কর্পোরেট স্বার্থবাদী, জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে শুক্রবার রাজধানীর শকুন্তলা রোড এলাকায় আয়োজিত গণঅবস্থান এই কথা বলেন পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এদিন বিকেলে সিপিআইএম, সিপিআই, আরএসপি, এফবি, সিপিআইএমএল যৌথ উদ্যোগে গণ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো বলেন, বামপন্থী পাঁচটি সংগঠনের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেটের বিকল্প দাবি পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছে।

কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। তাই বলে আন্দোলন রুখে দিলে চলবে না। এই আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে বলে জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এদিন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ রেগার কাজ, বেকার সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। বর্তমান সময়ে এই সমস্যা গুলি নিয়ে গণ আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে বলে দাবি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পার্লামেন্টের ভেতরে বিরোধী দল ও বাইরে জনগণকে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে না হলে সরকার সাধারণ মানুষের উপরে করের বোঝা চাপিয়ে দেবে।

এদিন গণ বন্টন ব্যবস্থা নিয়েও সরব হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থাকে দিন দিন ভেঙে ফেলছে এই সরকার। গণ বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দাবি পূরণ করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহন করার আহবান করেছেন তিনি। এছাড়াও পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কর জোড়ার বিষয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরফলে পরিবহন বিভাগ এমনকি যাত্রীভাড়াও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

বড় ভাইয়ের হাতে খুন ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। জায়গা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে ধারালো ছুরি দিয়ে ছোট ভাইকো নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বড় ভাই। রোমহর্ষক ওই ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ত্রিপুরা। আজ বক্সনগরের রহিমপুর পূর্বপাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে পুলিশ অভিযুক্ত বড়ো ভাইয়ের ছেলে রাকিব হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বক্সনগর আর ডি ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রাম রহিমপুরে ৫ নং ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া নিবাসী রিনা বেগমের বড় পুত্র ইমান হোসেন, তার স্ত্রী জলেখা খাতুন এবং ইমানের ছেলে রাকিব হোসেন তিনজনে মিলে কাকা আমির হোসেনকে(২৫) ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুন করেন। আমির হোসেন আবার নেশাখোর। প্রায় সময় নেশা খাবার টাকা না থাকলে বাড়িঘরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় টমটম থেকে ছিটকে পড়ে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ড্রেনে ছিটকে পড়লো যাত্রীবাহী টমটম। তাতে গুরুতর আহত টমটম চালক সহ দুইজন যাত্রী। আজ সকালে ধলেশ্বর ১১নং রোডের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, পথচারীরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে ধলেশ্বর ১১নং রোডের আসাম আগরতলা সড়কে দিয়ে আসা দ্রুতগামী একটি গাড়িটি টমটমকে ধাক্কা দেয়। তাতে টমটম রাস্তার পাশের ড্রেনে ছিটকে পড়েছে। তাতে গুরুতর আহত টমটম চালক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভালবাসা দিবসে গোলাপ কেনার ধুম। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লিতে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য কল্যাণ ও সংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করলেন ত্রিপুরার স্বাস্থ্য তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। দিল্লিতে এ সাক্ষাৎপর্বে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি দলীয় বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

পৃথক অভিযানে ৫ বাংলাদেশী সহ উদ্ধার প্রচুর নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। দুটি পৃথক অভিযানে ৫ বাংলাদেশী নাগরিক সহ প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী আটক করল বিএসএফ।

বিএসএফ সদর দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বিএসএফের মানব পাচার বিরোধী ইউনিট ১৫৬৬৪ নম্বর শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামার সময় তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিক এবং একজন সন্দেহভাজন ভারতীয় দালালকে আটক করে। আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে আসছিলেন এবং বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ছিল তাদের।

আরেকটি অভিযানে, সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত কুল্লুবাড়ির বিওপি বিএসএফ সৈন্যরা চোরাচালানের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৌমাছির আক্রমণে আহত বহু পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। মৌমাছির আক্রমনে আহত একাধিক ছাত্র ছাত্রী। বর্তমানে তাঁরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। গোটা বিশালগড়ে ওই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, হঠাৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের রাজ্য ভিত্তিক সম্মেলন ১৬ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের রাজ্য ভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনে শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। এদিন শ্রী চক্রবর্তী বলেন, ২০২৫-২৬ কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষকদের জন্য অর্থ নিয়মিতভাবে কমিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি, দেশের কর্পোরেট পুঁজিদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দেশের তিনটি কৃষক আইন বাতিল করে একটি কালে আইন লাগু করা হয়েছে। ওই কালে আইন একমাত্র কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য লাগু করেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে কৃষক আইন এবং শ্রম আইনে সংশোধন করা হয়েছে। তার ফলে কৃষক এবং শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। তাই কংগ্রেসের তরফ থেকে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের রাজ্য ভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

বলাইকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াত পশ্চিম জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামীকে প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী দেওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। তারপর শহরে শোক মিছিল বের করা হয়েছে।

আজ দুপুরে প্রয়াত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর মরদেহ আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁকে এমবিবি বিমান বন্দরে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা। তারপর বিজেপি পার্টি অফিস থেকে তাঁর বাসভবনে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা।

এদিন মন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রয়াত বলাই গোস্বামীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমার একান্ত আপনজন, দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের সাথী এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীকে আজ শেষবারের মতো বিদায় জানালাম। তার শেষ যাত্রায় উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। বুক ভরে রয়ে গেল কতশত স্মৃতি লড়াই সংগ্রাম আর সুখের মুহূর্তগুলো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি , তিনি যেখানেই থাকুন শান্তিতে থাকুন। এদিন তিনি বলেন, গোটা ত্রিপুরাবাসীর অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে। ঈশ্বরের নিকট বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করেছেন এবং এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবার --- পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

তাছাড়া, এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ক্যাম্পাস এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, আগরতলার মধ্যে শুক্রবার এক মৌ স্বাক্ষর হয়। ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ক্যাম্পাস এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, আগরতলার মধ্যে একাডেমিক, গবেষণা সহযোগিতা এবং ছাত্র বিনিময় প্রোগ্রামের জন্য মৌ স্বাক্ষর করা হয় এদিন।

আজকের এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অধিকর্তা এইচ কে প্রতিহারি, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আগরতলার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর ওয়াই পি সিং।

একাধিক দাবিতে টিএনজিসিএল-এ ডেপুটেশন প্রদান অনিয়মিত শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সম কাজে সম বেতন প্রদান সহ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গোর্খাবস্তি ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড অফিসে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর সংঘ।

এদিন সংঘের এক কর্মী বলেন, ত্রিপুরার বুকে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের অধীনস্ত অনিয়মিত শ্রমিকরা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাস জ্বালানি সরবারহ পরিষেবা নিষ্ঠার সহিত দিয়ে থাকেন। তাই সংঘের তরফ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
২ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দলিত নির্যাতনের ভয়ঙ্কর রূপ

ভয়ংকর দলিত নির্যাতন তামিলনাড়ুতে। জাত নিয়া গালাগাল দেওয়ায় প্রতিবাদ করিয়াছিল এক দলিত ছাত্র। এই অপরাধে তাঁহার দুহাত কাটিয়া নিল উচ্চবর্ণের তিন যুবক। ঘটনা প্রকাশ্যে আসিতেই হইচই পড়িয়া যায়। ঘটনার তদন্তে নামিয়া অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ।ঘটনাটি তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গাই জেলার। আক্রান্ত ছাত্রের নাম আয়াস্বামী। সরকারি কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রটি বুধবার কাকা ভূমিনাথনের বাড়িতে গিয়াছিল। বাইকে করিয়া ফিরিবার সময় পথে উচ্চবর্ণের তিন যুবক বিনোদ, এশ্বরন এবং বল্লারাসু তাঁহার পথ আটকায় বলিয়া অভিযোগ। এরপর তাঁহাকে জাত তুলিয়া গালাগাল করে ওই তিন যুবক। এর প্রতিবাদ করিলে দলিত ছাত্রকে রাস্তায় ফেলিয়া মারধর করা হয়!স্থানীয় এক ব্যক্তি আয়াস্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। যদিও তিন যুবকের সঙ্গে তিনি পারিয়া ওঠেননি। এক যুবক আচমকাই ধারাল অস্ত্র বার করে। এরপর আয়াস্বামীকে রাস্তার পাশের জঙ্গলে নিয়া গিয়া তাঁহার হাত কাটিয়া নেওয়া হয় বলিয়া অভিযোগ। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় আয়াস্বামীকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খবর পাইয়া ঘটনার তদন্তে নামে স্থানীয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হইয়াছে অভিযুক্ত বিনোদ, এশ্বরন এবং বল্লারাসুকে। ভারতে দলিত নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড একটি জটিল এবং সংবেদনশীল বিষয়। এই সমস্যাটি বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এর মূল কারণ হইলো জাতিভেদ প্রথা। দলিতরা হিন্দু সমাজে সবচেয়ে নিচের স্তরের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়।
দলিত নির্যাতনের কয়েকটি প্রধান রূপ হইলো:
শারীরিক নির্যাতন।দলিতদের প্রায়ই মারধর, ধর্ষণ এবং এমনকি হত্যা করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলি প্রায়শই সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকদের দ্বারা সংঘটিত হয়।সামাজিক বৈষম্য। দলিতদের শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাহাদের প্রায়শই সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সমান আচরণ করা হয় না। দলিতদের প্রায়শই কম মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের জমি ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়।
ভারতে দলিত নির্যাতন একটি গুরুতর মানবাধিকার সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা কাজ করিতেছে। তবে, এই সমস্যাটি এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। মানবাধিকার সংস্থা দলিত নির্যাতন একটি সংবেদনশীল বিষয় এবং এর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সংবেদনশীলতা বজায় রাখা উচিত।

হাসপাতালের অমানবিক কাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্য, রিপোর্ট তলব

নদিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শান্তিপুর জেলা হাসপাতালের অমানবিক কাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্য। এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (সিএমওএইচ) কাছে রিপোর্ট তলব করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, বুধবার রাতে শান্তিপুরের বাসিন্দা সমীর শীল তার পাঁচ বছরের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আচমকাই বমি করে ফেলে শিশুটি। সমীরবাবুর অভিযোগ, বমি করতে দেখে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। তাঁকে তাঁর মেয়ের বমি পরিষ্কার করতেও বাধ্য করা হয়। সেই ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে।
অপমানিত ওই ব্যক্তি শুক্রবার শান্তিপুর হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, "বাচ্চাটি বমি করে ফেলে। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক আমাকে জানান, হাসাপাতালে কোনও সুইপার নেই, আমার মেয়ের বমি আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে। আমি ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও উনি কিছু মানতে চাননি। বরং আমাকে বমি পরিষ্কারে বাধ্য করেন।"
ভাইরাল ভিডিও ঘিরে হইচই শুরু হতেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের নির্দেশে ইতিমধ্যে হাসপাতালের সুপারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন সিএমওএইচ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তলের স্বরের নমুনা নেওয়ার অনুমতি পেল সিবিআই

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত আরেক অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের কণ্ঠস্বরের নমুনা চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামী সপ্তাহেই কুন্তলের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবে সিবিআই।
নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু তাবড় তাবড় লোককে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তালিকায় রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু, কুন্তল ঘোষ-সহ অনেকে।
শুক্রবার ছিল প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। সেখানেই এদিন কুন্তল ঘোষের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার অনুমতি চায় সিবিআই। আদালতের তরফে সম্মতি মিলেছে বলে খবর। সব ঠিক থাকলে ১৮ ফেব্রুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করবে সিবিআই। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতে পেরেছে সিবিআই।

বর্ধমানে আরএসএসের সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বর্ধমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সভার অনুমতি দিল হাই কোর্ট। শুক্রবার এই রায় দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তবে শর্ত চাপিয়েছে আদালত। কোনও পরীক্ষার্থীর যাতে অসুবিধা না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। যতটা সম্ভব কম শব্দ ব্যবহার করে সভা করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্ধমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের। সেই অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। সেই জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। উদ্যোক্তারা বলেন, অনুষ্ঠানে সাউন্ড বক্স ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে না প্রশাসন। আরএসএস-এর তরফে বলা হয়, যেহেতু রবিবার এই সভা হওয়ার কথা, তাই পরীক্ষায় কোনও অসুবিধা হবে না। প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করে আরএসএস।

সুষমা স্বরাজের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, দেশের উন্নয়ন ও দরিদ্র কল্যাণে নিবেদিত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর চিন্তাভাবনা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ যুবসমাজের জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের কতটা আর্থিক ক্ষতি করে গিয়েছে

জাফর সৈয়দ

সেদিন ছিল মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্মদিন। মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে সম্রাটকে পাল্লায় তুলে ওজন করা হচ্ছিলো। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ দূত স্যার থমাস রো। চারপাশ পানিতে ঘেরা চতুষ্কোণ এক মঞ্চে অনুষ্ঠান চলছিল। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে স্বর্ণে মোড়ানো বিশাল এক দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হয়। পাল্লার এক পাশে উঠে বসেছিলেন চতুর্থ মুঘল সম্রাট নুর-উদ-দিন মোহাম্মদ সেলিম, যিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত। আর অন্য পাশের পাল্লায় রাখা হয় মূল্যবান জিনিসপত্র বোঝাই রেশমের থলি।

ভারী পোশাক, মুকুট ও গহনাসহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওজন হয় প্রায় ১১৪ কেজির মতো। একদিকে সম্রাট বসে রইলেন, অন্যদিকে রেশমের থলিগুলো বারবার বদল করা হলো। প্রথমে তাকে রূপার মুদ্রায় ওজন করা হয়, যা সঙ্গে সঙ্গেই বিলিয়ে দেওয়া হয় গরিবদের মধ্যে। এরপর স্বর্ণ, দামি রত্ন, এরপর রেশমের কাপড় এবং শেষে অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে সম্রাটের ওজন মাপা হয়। প্রায় ৪০০ বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দেখা ধনসম্পদে এই বর্ণনা নিজের ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস রো। এই অঢেল সম্পদ দেখে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে সিল করা রেশমের ব্যাগগুলোর ভেতরে কি সত্যিই হীরা-মানিক ছিল, নাকি শুধুই নুড়িপাথর? প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রিটেনের মতো একটি ছোট দ্বীপের রাষ্ট্রদূত তখন ভারতে কী করছিলেন? ইংল্যান্ডের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি আসলে স্যার টমাস একটি বিশেষ মিশনে ভারতে এসেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে দিয়ে এমন একটি চুক্তি সই করানো যাতে একটি ছোট ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। স্যার টমাসের দীর্ঘ ডায়েরি থেকে জানা যায়, কাজটি এত সহজ ছিল না এবং কঠোর পরিশ্রমী ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে এ ব্যাপারে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। মুঘল সম্রাটরা তখন ইরানের সাফাভি এবং ওসমানীয় খেলাফত ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন না।

তাদের দৃষ্টিতে ইংল্যান্ড ছিল এক ছোট্ট অবহেলিত দ্বীপ। তাদের রাজাকে সমতায় এনে চুক্তি করা মুঘলদের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। তবুও স্যার টমাস হাল ছাড়েননি। তিন বছরের চেষ্টা, কূটনৈতিক চাল এবং নানা উপহার দেয়ার পর তিনি সফল হন। ১৬১৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী যুবরাজ শাহজাহানকে দিয়ে একটি চুক্তি করাতে সক্ষম হন।

মাইলফলক- চুক্তির মাধ্যমে সুরাটে অবাধে ব্যবসার অনুমতি পাওয়া কোম্পানিটির নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই ঘটনা মুঘল শাসনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়।

এটাই প্রথম ঘটনা যখন মুঘলরা কোনো ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি করে তাদের একটি কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দেয়। এটা অনেকটা বিখ্যাত ওই গল্পের মতো যেখানে এক বেদুইন উটকে তার তাঁবুতে মাথা ঢোকাতে দেয় আর শেষে পুরো তাঁবুই দখল হয়ে যায়। স্যার টমাস রো বিস্মিত হয়েছিলেন যে সম্রাটের সাথে এই চুক্তির ফলে কী বিশাল সম্পদ অর্জিত হতে পারে! স্যার টমাস রো হয়তো মুঘল ধনসম্পদের প্রদর্শনী দেখে সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু তার করা চুক্তির পর ব্রিটেন যে পরিমাণ সম্পদ ভারত থেকে সাড়ে তিনশো বছরের মধ্যে নিয়ে যায়, তা দেখলে তার সেই সন্দেহ হয়তো চিরতরে মুছে যেত। অর্থনীতিবিদরা এই লুটপাটের পরিমাণ হিসাব করার চেষ্টা করেছেন এবং এ নিয়ে পরে আলোচনা হবে। তার আগে দেখা যাক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন ভারতের ওপর যে প্রভাব ফেলেছে সেটা সম্পদ লুটপাটের চেয়েও কত বেশি ভয়াবহ ছিল। ইতিহাসের চতুর্থ জঘন্যতম নৃশংসতা আমেরিকান ইতিহাসবিদ ম্যাথিউ হোয়াইট তার বই 'দ্য গ্রেট বুক অব হরিবল থিংস'-এ ইতিহাসের ১০০টি অন্যতম নৃশংস ঘটনা পর্যালোচনা করেছেন যে সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

এর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ ইতিহাসের চতুর্থ ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয় ছিল। ওই দুর্ভিক্ষে দুই কোটি ৬৬ লাখ ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪৩ সাল) বাংলার দুর্ভিক্ষকে লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেননি হোয়াইট যেসময় প্রায় ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। যদি এই দুর্ভিক্ষকেও হিসাবে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে দুর্ভিক্ষের কারণে প্রায় তিন কোটি ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছিল। ভারত তখনকার এবং এখনও বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি, তাহলে কেন এত মানুষ ক্ষুধায় মারা গেল? হোয়াইট এই দুর্ভিক্ষগুলোর পেছনে "বাণিজ্যিক শোষণ"-কে দায়ী করেছেন। এর ব্যাখ্যা দিতে ১৭৬৯ সালে বাংলায় ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষের উদাহরণ তুলে ধরা যায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা এক কোটি বলে অনুমান করেছেন। সেই সময়ের একটি ভয়াবহ দৃশ্য এক ইংরেজের ভাষায় তুলে ধরা হলো:

'লাখ লাখ মানুষ আর কটা দিন বাঁচার আশায় মারা যাচ্ছিল। তাদের চোখ ছিল ফসলের দিকে। কিন্তু ফসল পাকতে অনেক দেরি হয়ে যায়।' এই দুর্ভিক্ষ এবং লুটপাট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, বরং ভারতীয় সমাজের গভীরে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছিল।

ফসলের পাশে জমে থাকা হাড়গোড়ের গল্প ফসল সময়মতো প্রস্তুত হয়, কিন্তু ততক্ষণে সত্যিই অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রায় ২০০ বছর পরে ১৭৬৯ সালের সেই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয় পূর্ব বাংলায়। টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার ১৯৪৩ সালের ১৬ই নভেম্বরের একটি প্রতিবেদন বলা হয়েছে: 'পূর্ব বাংলায় তখন এক ভয়াবহ অথচ সাধারণ দৃশ্য ছিল, শতাব্দীর সবচেয়ে ভরা মৌসুমেও ফসলের পাশে পড়ে ছিল পচা-গলা মানব কঙ্কাল।' সাহির লুধিয়ানভি এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার দুটি পংক্তি হলো: 'পঞ্চাশ লাখ গলা-সড়া কঙ্কাল, অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। নীরব ঠোঁট আর মৃতপ্রায় চোখ দিয়ে, মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।' দুর্ভিক্ষকে সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অংশ হিসেবে ধরা হয়। এতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দোষ কী? বিখ্যাত দার্শনিক উইল ডুরান্ট এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল নির্মম শোষণ, শস্যের অসম বন্টন এবং দুর্ভিক্ষের সময়ও জোর করে উচ্চহারে কর আদায়। ফলে ক্ষুধার্ত কৃষকরা সেই কর দিতে পারতেন না। তবুও সরকার মরতে থাকা মানুষদের থেকেও কর আদায়ে ব্যস্ত ছিল।"

কীভাবে এত শক্তিশালী হয়ে উঠল একটি ছোট কোম্পানি

একটি ছোট কোম্পানি কীভাবে এত ক্ষমতাধর হয়ে উঠল যে হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল? এর জন্য আমাদের ইতিহাসের আরো কিছু পাতা উল্টাতে হবে। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটি পথ আবিষ্কার করেন যা ভারতকে ইউরোপের সঙ্গে সমুদ্রপথে যুক্ত করে। এরপরের কয়েক দশকে পর্তুগিজরা হুমকি, চক্রান্ত ও সংঘর্ষের মাধ্যমে পুরো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

অল্প সময়ের মধ্যেই পর্তুগালের ভাগ্যের তারা মধ্যাকাশে জ্বলজ্বল করতে শুরু করে। পর্তুগিজদের দেখাদেখি ডাচরাও তাদের কামানবাহী জাহাজ নিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ এবং লুটপাট চলতে থাকে। এদিকে ইংল্যান্ড এই পুরো ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তারা কেন পিছিয়ে থাকবে? সেই চিন্তা থেকেই রানী এলিজাবেথ ১৬০০ সালের ডিসেম্বরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের লাইসেন্স দিয়ে দেন।

কূটনীতিতে পূর্ণ মনোযোগ, স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ তবে ইংরেজরা একটি কাজ করেছিল যা পর্তুগিজ বা ডাচরা পারেনি। তারা শুধু যুদ্ধ এবং লুটপাটেই নিজেদের শক্তি ব্যয় করেনি, বরং কূটনীতিতেও মনোযোগ দিয়েছিল। এজন্যই তারা অভিজ্ঞ কূটনীতিক টমাস রো-কে মুঘল দরবারে পাঠিয়েছিল যাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া হয়। মুঘলদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়ার পর, ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন উপকূলীয় শহরে একের পর এক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে থাকে যা ফ্যাক্টরি নামে পরিচিতি পায়। এসব কারখানা থেকে তারা মশলা, রেশম ও অন্যান্য পণ্যের বাণিজ্য শুরু করে, যা থেকে তারা প্রচুর লাভ করতে থাকে, কিন্তু এই কার্যক্রম কেবল বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রায়ই অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং একে অপরের সম্পদ লুট করতো। ইংরেজরা তাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় সৈন্য নিয়োগ শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই ফ্যাক্টরিগুলো দুর্গ এবং সেনা ছাউনিতে পরিণত হয়। যখন কোম্পানির সামরিক ও আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তারা স্থানীয় শাসকদের দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা আজ কোনো রাজার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছে তো কাল কারো প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে কামান সরবরাহ করছে। আবার আর্থিক সংকটে থাকা ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আরও গভীরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধ: কোম্পানির ক্ষমতার মোড় ঘুরে যায় কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় হলো ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ।

যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সাধারণ কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে মাত্র তিন হাজার সৈন্য, বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ৫০ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছিল।

কীভাবে এই পরাজয় ঘটে, তার ব্যাখ্যা পাকিস্তান স্টাডিজের বইয়ে লেখা আছে। তবে যুদ্ধের পরে সিরাজউদ্দৌলার শত বছর ধরে সংগৃহীত ধন-সম্পদ জাহাজে লোড করে সমুদ্রপথে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন ক্লাইভ। যেমনটা কিনা ১৮ বছর আগে নাদির শাহ করেছিলেন। তিনি দিল্লির সম্পদ লুট করে ইরানে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ পুরো ধনসম্পদ রাজকোষে জমা দেননি। তার একটি অংশ নিজের জন্য রেখে দেন, আজকের হিসেবে যার বর্তমান মূল্য প্রায় তিন কোটি ডলার। এই অর্থ দিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং বিশাল একটি এস্টেট কেনেন, যার নাম দেন "পলাশী"। শুধু তাই নয়, এই অর্থ দিয়ে তিনি নিজের জন্য এমনকি তার বাবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আসন কিনে নেন এবং পরে স্যার উপাধি লাভ করেন। 'আমি আরো বেশি লুট করতে পারতাম!' কিন্তু এর মধ্যেই বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং এর ফলে সেখানকার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মারা যাওয়ার খবর ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে শুরু করে। লর্ড ক্লাইভের নীতির ফলে এমনটা হয়েছে বলে দায়ী করা হয়। ক্লাইভের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন হলেও, এটি পাশ হয়নি। কারণ, সেই সময় সংসদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। বিতর্কের সময় ক্লাইভ বলেন, 'আমি নিজেই অবাক কেন আমি এত কম লুট করেছি! চাইলে আরও অনেক বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে পারতাম।' তবে এইসব সমালোচনা এবং ভারতে ঘটে যাওয়া মানবিক বিপর্যয়ের প্রভাব ক্লাইভের ওপর পড়তে থাকে এবং তিনি প্রচুর পরিমাণে আফিম সেবন শুরু করেন। পরে ১৭৭৪ সালে তাকে তার কক্ষে রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্লাইভ আত্মহত্যা করেছিলেন নাকি আফিমের অতিরিক্ত সেবনে মারা গিয়েছিলেন তা আজও অজানা। তবে এটা স্পষ্ট যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের যে কৌশলগত পথ অনুসরণ করেছিল তা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপ্রতিরোধ্য উত্থান, মুঘল সম্রাটের দাসত্ব এ সময় মুঘলরা তাদের নিজেদের অক্ষমতা, বহিরাগত আক্রমণ এবং মারাঠা আক্রমণের কারণে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তারা দূর থেকে ব্রিটিশদের প্রভাব দিনে দিনে বাড়তে দেখেও কিছুই করতে পারেনি। এভাবে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ৫০ বছরের মাথায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়ে যায় এবং তারা বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ হয় যে ১৮০৩ সালে দিল্লির সিংহাসনে আসীন মুঘল সম্রাট শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। একটা সময় ছিল যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত টমাস রো সম্রাট শাহ আলমের পূর্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা নত করে থাকতেন। পরে অবস্থা এমন হয় যে শাহ আলমকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারীর সামনে নত হয়ে বাংলার সমস্ত অধিকার হস্তান্তর করতে হয়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে এই পুরো কাজটি ব্রিটিশ সরকার করেনি, বরং একটি ব্যবসায়িক কোম্পানি করেছে। যারা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ কৌশল ব্যবহার করতো ও শোষণ করতো। প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পরেও লন্ডনের একটি ছোট ভবনে মাত্র ৩৫ জন স্থায়ী কর্মচারী নিয়ে কাজ পরিচালনা করতো এই কোম্পানি। তবুও ইতিহাসে এমন কোনো কোম্পানি নেই যারা এত ক্ষমতাধর ছিল। আজকালকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এতোটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা দেশের নীতিকে প্রভাবিত করে। ভাবুন, যদি গুগল, ফেসবুক, অ্যাপল, মাইক্রোসফট এবং স্যামসাং একসঙ্গে একটি কোম্পানি তৈরি করত। তাদের নিজস্ব সশস্ত্র সেনাবাহিনী থাকত, যারা তাদের পণ্য কিনতে অস্বীকার করলে সেই দেশের ওপর আক্রমণ করত! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ছিল ঠিক এমনই ভয়ংকর।

আফিমের প্রভাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনের সঙ্গে ঠিক এমনটাই করেছিল। আফিমের প্রভাবেই লর্ড ক্লাইভের মৃত্যুর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই আফিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে উৎপাদন করতো, তবে এর সবটাই কোম্পানির কর্মীরা ব্যবহার করত না। এর বড় অংশ চীন নিয়ে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হত। যখন চীনারা বুঝল তাদের সঙ্গে প্রতারণা হচ্ছে, তারা আর আফিম কেনা বন্ধ করে দিল। এভাবে কোম্পানির মুনাফা কমতে থাকে। এখন কোম্পানি কীভাবে তাদের লাভের ঘাটতি সহ্য করবে? ১৮৩৯ সালে তারা কিছু যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে চীনের পুরনো নৌবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। এরপর চীনের সম্রাট তার ভুল স্বীকার করে আফিম আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। শুধু তাই নয়, শাস্তি হিসেবে হংকং ব্রিটেনকে দিয়ে দেন। যা ১৯৯৭ সালে গিয়ে আবার চীনের হাতে ফিরে আসে।

এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের প্রভাব আরো বাড়াতে থাকে। একের পর এক রাজ্য ও রাজবংশ কোম্পানির দখলে আসতে থাকে। ১৮১৮ সালে তারা মারাঠা সাম্রাজ্য দখল করে। এর কয়েক দশকের মধ্যে শিখদের পরাজিত করে সমগ্র পশ্চিম ভারত, অর্থাৎ আজকের পাকিস্তান দখল করে নেয়।

এরপর খাইবার গিরিপথ থেকে বার্মা (মিয়ানমার) এবং হিমালয়ের বরফঢাকা পর্বত থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত কোম্পানির শাসন চলতে লাগল। এভাবে উটটি পুরোপুরি বেদুইনের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে এবং বেদুইন বাইরে ছিটকে পড়ে! ব্রিটিশ রাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সবকিছু ঠিক চলছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে কোম্পানির নিজস্ব বেতনভোগী সৈন্যরা বিদ্রোহ করে যার ফলে ব্যাপক রক্তপাত হয়। সে সময় সংবাদপত্র বেশ প্রচলিত হওয়ায় এই বিশৃঙ্খলার খবর পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড পর্যন্ত। ধীরে ধীরে কোম্পানির ভাবমূর্তি ব্রিটেনে এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে শেষমেশ জনগণের চাপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ভারত সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে আসে, রাণী ভিক্টোরিয়ার "মুকুটের সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন" হয়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোনোভাবে আরো কয়েক বছর টিকে ছিল, কিন্তু এভাবে আর কতদিন? অবশেষে ১৮৭৪ সালের ১ লা জুন, ৩০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস শেষে কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। টাইমস পত্রিকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলুপ্তি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে: 'মানবজাতির ইতিহাসে যে অসাধারণ কাজ এটি (কোম্পানি) করেছে, তা অন্য কোনো বাণিজ্যিক কোম্পানি করতে পারেনি এবং আগামী বছরগুলোতেও কোনো কোম্পানি সম্ভবত এমনটা করার চেষ্টাও করবে না।' না কোনও স্মৃতিসৌধ, না কোনও স্মরণচিহ্ন টাইমস-এর নিবন্ধে কোম্পানির অসাধারণ পারফরম্যান্সের কথা বলা হলেও কোম্পানির পতনের পর, ব্রিটিশদের কাছে তাদের "উল্লেখযোগ্য কীর্তি" নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু ছিল না। কারণ আজকের দিনে লন্ডনের লিডেনহল স্ট্রিটে কোম্পানির সদর দফতরের স্থানে এখন একটি আধুনিক ব্যাংকের ঝকঝকে ভবন দাঁড়িয়ে আছে। কোম্পানির নামে কোনো স্মৃতিসৌধ, মূর্তি, এমনকি কোনও স্মারকফলকও নেই। যেন এর কোনো শেষকৃত্য হয়নি, কোনো সমাধিও হয়নি। যদিও কোম্পানির ভৌত অবকাঠামো নেই, তবুও এর কাজের প্রভাব এখনো অনুভূত হয়। সমৃদ্ধ ভারত থেকে দারিদ্র্যের দেশ অনেকের কাছে অবাক লাগতে পারে যে কোম্পানির আধিপত্যের আগে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ ছিল। বিশ্বের মোট জিডিপির এক-চতুর্থাংশ এখানে উৎপাদিত হতো। অথচ একই সময়ে ইংল্যান্ডের অংশ ছিল মাত্র দুই শতাংশ। ভারতের ভূমি ছিল উর্বর এবং সব ধরনের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। দক্ষ শ্রমিক ও কারিগরদের জন্য ভারত ছিল বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্র। ভারতীয় সুতি কাপড় ও মসলিনের চাহিদা ছিল বিশ্বজোড়া। জাহাজ নির্মাণ ও ইস্পাত শিল্পেও ভারতের কোনও তুলনা ছিল না। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানি জয়ের পর এই পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন ভারত ছাড়ে তখন আলেকজান্ডারের মতো তাদের ঝোলা পূর্ণ ছিল এবং ভারতের হাত ছিল খালি। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগের একটি শক্ত ভিত্তি রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৭০০ সালে ভারত একাই বিশ্বের ২২ দশমিক ছয় শতাংশ সম্পদ উৎপাদন করত যা গোটা ইউরোপের মোট সম্পদের প্রায় সমান। কিন্তু ১৯৫২ সালে এই সম্পদের পরিমাণ মাত্র তিন দশমিক আট শতাংশে নেমে আসে। ২০ শতকের শুরুতে "ব্রিটিশ রাজের সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন" হয়ে ওঠা ভারত, আসলে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হয়ে পড়েছিল।" দুশো বছরের লুটপাটের হিসাব এখন আসি সেই প্রশ্নে যে ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শোষণে ভারত ঠিক কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? এ বিষয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অনুমান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হলো অর্থনীতিবিদ এবং সাংবাদিক মিনহাজ মার্চেন্টের গবেষণা। তার হিসাব অনুযায়ী, ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতের মোট আর্থিক ক্ষতি ২০১৫ সালের বিনিময় হার অনুযায়ী ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। এক মিনিট থামুন এবং এই বিশাল পরিমাণ অর্থ কল্পনা করুন। এর তুলনায় নাদির শাহের মতো ব্যক্তিও শুধু ১৪৩ বিলিয়ন ডলারে সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতের ধনসম্পদ এমন ছিল যে ৪০০ বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে ভারত আসলেই এতোটা সমৃদ্ধ! সত্যিই কি মুঘল সম্রাটকে সোনা-রূপা ও হীরাতে ওজন করা হচ্ছে, নাকি থলিগুলোর মধ্যে শুধু নুড়ি পাথর রাখা হয়েছে!

যদি স্যার থমাস রোকে কোনোভাবে ফিরিয়ে এনে এই সংখ্যাগুলো দেখানো যেত, সম্ভবত তার সন্দেহ চিরতরে দূর হয়ে যেত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিভিন্ন দাবি আদায়ে লক্ষ্যে ত্রিপুরা মজদুর সংঘ এক গণ ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ভারতের ‘পুবে সক্রিয়’ নীতি এবং থাইল্যান্ডের ‘পশ্চিমে সক্রিয়’ নীতি একে অপরের পরিপূরক পারস্পরিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক

নতুন দিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সম্বাদ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভারত, জাপান ও থাইল্যান্ডের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে যোগ দিতে পেরে তিনি নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন। অংশগ্রহণকারীদের তিনি শুভেচ্ছা জানান।

তাঁর বন্ধু শিনজো আবে-কে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে তাঁদের কথোপকথনের সময়েই সম্বাদের ধারণার জন্ম হয়েছিল। তার পর থেকে বিভিন্ন দেশে সম্বাদের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিতর্ক, আলোচনা এবং গভীর বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে।

থাইল্যান্ডকে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দেশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের সম্বাদের আয়োজন থাইল্যান্ডে হওয়ায় তিনি আনন্দিত। থাইল্যান্ড এশিয়ার অভিন্ন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক চমৎকার নিদর্শন বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন।

ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে ২ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রসারিত গভীর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রামায়ন ও রামাকিয়েন এবং ভগবান বুদ্ধের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা দুটি দেশকে সংযুক্ত করেছে। গত বছর ভারত যখন ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ থাইল্যান্ডে পাঠিয়েছিল তখন লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে প্রাণবন্ত অংশীদারিত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের ‘পুবে সক্রিয়’ নীতি এবং থাইল্যান্ডের ‘পশ্চিমে সক্রিয়’ নীতি একে অপরের পরিপূরক, পারস্পরিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক। এই সম্মেলন দুদেশের বন্ধুত্বের মধ্যে আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সম্বাদের মূল ভাবনা এশিয়ার শতক বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষজন প্রায়শই এশিয়ার অর্থনৈতিক উত্থান নিয়ে আলোচনা করেন। এই সম্মেলন দেখিয়ে দেয় যে, এশিয়ার শতক বলতে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই বোঝায় না, সামাজিক মূল্যবোধকেও বোঝায়। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা এক শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল বিশ্ব নির্মাণের দিশা দেখাতে পারে, তাঁর জ্ঞান মানবকেন্দ্রিক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার ক্ষমতা দেয়।

সম্বাদের অন্যতম মূল ভাবনা দ্বন্দ্ব এড়ানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একমাত্র একটি পথই সঠিক এবং অন্যগুলি ভুল — এই ভাবনা থেকে প্রায়শই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের অন্তর্দৃষ্টির উল্লেখ করে তিনি বলেন, কিছু লোক একটি মাত্র দিককেই সত্য বলে ভেবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থেকে তর্ক করে। অথচ একই বিষয় নিয়ে নানা ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। ঋকবেদ উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা যায়, তা যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলেই আমরা দ্বন্দ্ব এড়াতে পারি।

শ্রী মোদী দ্বন্দ্বের আরেকটি কারণের উল্লেখ করে বলেন, অন্যদের নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবা দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। পার্থক্য থেকে দূরত্বের সৃষ্টি হয় এবং দূরত্ব বিভেদে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ধম্মপদ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন, সকলেই যন্ত্রণা ও দুঃখকে ভয় পায়। আমরা যখন অন্যদেরও নিজেদের মতোই ভাবতে পারবো, তখনই হিংসার অবসান হবে। এই আদর্শ অনুসরণ করলে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব।

শ্রী মোদী বলেন, ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বদলে চরমপন্থী অবস্থান নেওয়ার জন্যই বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যার জন্ম হয়। চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বন্দ্ব, পরিবেশগত সঙ্কট এমনকি মানসিক চাপজনিত স্বাস্থ্য সমস্যারও কারণ। এইসব সমস্যার সমাধান রয়েছে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষায়। তিনি আমাদের চরম পথ পরিহার করে মধ্য পথ অনুসরণ করতে বলেছিলেন। মধ্যপন্থার এই নীতি আজও প্রাসঙ্গিক, বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দিশা নির্দেশক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনে দ্বন্দ্বের পরিধি মানুষ এবং দেশকালের সীমা ছাপিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এর ফলে যে পরিবেশগত সঙ্কটের সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে এই গ্রহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠছে। এই সমস্যার সমাধান রয়েছে এশিয়ার অভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে, ধম্মের নীতিসমূহের মধ্যে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিন্টোবাদ এবং অন্য এশীয় ঐতিহ্যগুলি আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচতে শেখায়। আমরা নিজেদের প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন না ভেবে প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আজ যখন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছি, তখন এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে রাখতে হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে নয়, সম্পদের ব্যবহার করতে হবে বিকাশের জন্য।

শ্রী মোদী বলেন, তাঁর জন্মস্থান পশ্চিম ভারতের এক ছোট্ট শহর ভাদনগর একসময়ে বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সংসদে তিনি বারাণসীর প্রতিনিধিত্ব করেন, এই কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে সারনাথ, যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদধন্য এই দুই স্থানের সম্মেলনকে তিনি এক চমৎকার কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকারের নীতিসমূহের মধ্য দিয়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধস্থানগুলিকে নিয়ে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। বৌদ্ধ সার্কিটের মধ্যে ভ্রমণের জন্য চালু করা হয়েছে বুদ্ধপূর্ণিমা এক্সপ্রেস। কুশিনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হওয়ায় ভারতে আসা বিদেশী বৌদ্ধ ভক্তদের বিশেষ সুবিধা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বৌধ গয়ার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগের ঘোষণা করে তিনি সারা বিশ্বের ভক্ত, গবেষক ও ভিক্ষুদের ভগবান বুদ্ধের মাটি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নালন্দা মহাবিহার এক সময়ে বিশ্বের প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি ছিল। কয়েক শতাব্দী আগে দ্বন্দ্বের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। ভারত আজ নতুন করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে তাঁর পুরনো গরিমা ফিরে পাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। যে ভাষায় ভগবান বুদ্ধ তাঁর বাণী দিয়েছিলেন, সেই পালি ভাষার উন্নয়নে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে পালিকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ গবেষকদের সুবিধায় সুপ্রাচীন পান্ডুলিপির সংরক্ষণ এবং তার ডিজিটাইজেশনের জন্য জ্ঞান ভারতম মিশন চালু করা হয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, গত এক দশকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে একযোগে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ভারতে প্রথম এশীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এর মূল ভাবনা ছিল ‘এশিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে’ বুদ্ধ ধম্ম-র ভূমিকা। এর আগে ভারত প্রথম বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে। নেপালের লুম্বিনিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট কালচার অ্যান্ড হেরিটেজের শিলান্যাস করা হয়েছে।

মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধ মঠগুলিতে ভগবান বুদ্ধের মঙ্গোলিয়ান কাঞ্জুরের ‘সংক্ষিপ্ত আদেশ’-এর পুনর্মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত সৌধ সংরক্ষণে ভারত সাহায্য করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের সম্বাদে এক ধর্মীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধর্মমতের নেতারা মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন। এই মঞ্চ থেকে যে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি উঠে আসবে তা সমগ্র বিশ্বের সমন্বয়ে সহায়ক হবে। এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য শ্রী মোদী থাইল্যান্ড সরকার ও সেদেশের মানুষের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। ধম্মের আলো আমাদের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগে প্রবেশের দিশা নির্দেশক হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

গণতন্ত্রে মতামতের পার্থক্য সুস্পষ্ট, তবে ইতিবাচক মনোভাব থাকা উচিত: সাইনি

চন্ডীগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গণতন্ত্রে মতামতের পার্থক্য সুস্পষ্ট, তবে ইতিবাচক মনোভাব থাকা উচিত।

শুক্রবার চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তিনি বলেছেন, ’আমি আশা করছি, সমস্ত বিধায়ক যথাযথ আচরণ, অর্থপূর্ণ আলোচনা এবং সভার মর্যাদা বজায় রাখবেন। গণতন্ত্রে মতামতের পার্থক্য সুস্পষ্ট, তবে ইতিবাচক মনোভাব থাকা উচিত।’

শুক্রবার হরিয়ানা বিধানসভায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি ও লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা উপস্থিত ছিলেন। সাইনি বলেছেন, ’আমাদের ভূমিকা শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আমাদের অঞ্চলের নাগরিকদের কণ্ঠস্বর তুলতে হবে এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী সাইনি আরও বলেছেন, ’আমরা যখন ’’দেশ সর্বাগ্রে’’ মনোভাব নিয়ে কাজ করি, তখন প্রতিটি কাজই হবে দেশের পক্ষে। আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ওম বিড়লা জিকে স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই।’

নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা, জনমানসে কৌতূহল

মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। আরবিআই-এর এই ঘোষণার পর মানুষের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিয়েছে। শুক্রবার মুম্বইয়ে নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বাইরে জড়ো হন বিপুল সংখ্যক মানুষ। আরবিআই-এর নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে শতাধিক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে ব্যাঙ্কের শাখায় ছুটে যান। বিশাল জনসমাগম দেখে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে।

মুম্বইয়ের নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কার্যকারিতার উপর বেশ কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআই। আরবিআই-এর এই নিষেধাজ্ঞার পর, ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা আর তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা করা টাকা তুলতে পারবেন না। এমনকী নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এখন থেকে কোনও ঋণ দিতে অথবা কোনও টাকা লেনদেন করতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বৃহস্পতিবার ব্যবসা বন্ধের তারিখ থেকে পরবর্তী ছয় মাসের জন্য কার্যকর হবে, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে আরবিআই।

নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একজন গ্রাহক বলেছেন, ’আমরা গতকালই টাকা জমা দিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা কিছুই বলেনি। তাদের আমাদের বলা উচিত ছিল যে এমনটা ঘটতে চলেছে... তারা বলছে, আমরা নিজেদের টাকা ৩ মাসের মধ্যে পেয়ে যাব। আমাদের ইএমআই আছে, কিভাবে দেব বুঝতে পারছি না।’

সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ২০১৯ সালের সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার।

পুলওয়ামা হামলার ষষ্ঠ বার্ষিকীতে শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লিখেছেন, ’নরেন্দ্র মোদী সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ’শূন্য সহনশীলতা’ নীতি গ্রহণ করে সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’ শাহ আরও জানান, ’একটি কৃতজ্ঞ দেশের পক্ষ থেকেনআমি ২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হওয়া জওয়ানদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।’ সামাজিক মাধ্যমে অমিত শাহ লেখেন, ’সন্ত্রাসবাদ সমগ্র মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সমগ্র বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।’

কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশাজনক, ফের সরব অখিলেশ যাদব

বারাণসী, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশাজনক। শুক্রবার বারাণসীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, ’যে বাজেট চাকরি দেয়নি, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করেনি, বাণিজ্য বাড়ায়নি... সেই বাজেট ছিল হতাশাজনক। এই সরকার প্রতারণা করেছে এবং জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি বিল (ওয়াকফ (সংশোধন) বিল) এনেছে।’

সম্প্রতি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং। এরপর বৃহস্পতিবার থেকেই মণিপুরে লাগু হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন। এ প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এমনটা অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল।

নাগরকাটায় গাড়ির ধাক্কায় বাইসনের মৃত্যু, গুরুতর জখম চালক

নাগরাকাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি বাইসনের। শুক্রবার সকালে নাগরাকাটার পানঝোরা জঙ্গলে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যার জেরে আহত হয়েছেন ওই গাড়ির চালকও। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসে নাগরাকাটা থানার পুলিশ। এছাড়াও আসেন খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দে ও চালসা রেঞ্জের রেঞ্জার প্রকাশ থাপা।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাইসন রাস্তা পারাপার করছিল। সেই সময়ই দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে বাইসনটির ধাক্কা লাগে। যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইসনের। আহত হন গাড়ির চালকও। তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রেফার করে তাঁকে মালবাজারে পাঠানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে অভিযানে হেরোইন উদ্ধার, একজনকে পাকড়াও করলো পুলিশ

মুর্শিদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুর্শিদাবাদের বালিগ্রামে একটি ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে এই অভিযান চালানো হয়। ধৃতের নাম জাইদুল শেখ। বাড়ি ভগবানগোলা থানার চর লবণগোলা। তার কাছ থেকে ২৭৪ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ভগবানগোলা থানার কালুখালি এলাকায় হাত বদলের জন্য হেরোইন নিয়ে আসছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পুলিশ অধিকারিকরা।)

মোদী বড় মানুষ, একজন বিশেষ নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, মোদী বড় মানুষ, একজন বিশেষ নেতা। হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানানোর সময় ট্রাম্প বলেন, ’আপনাকে মিস করেছি, আপনাকে অনে বেশি মিস করেছি।’

পরে হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছেন, ’তিনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচক এবং তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচনাকারী। এমনকি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই।’

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
অভয়নগর আগরতলা

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে SCERT–Tripura পরিচালিত ২০২৪-২৫ সালের সংস্কৃত স্কলারশিপ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল SCERT website :- https-//www.tripuratalentsearch.com/ পাওয়া যাবে। তাছাড়া এই পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে প্রত্যেক জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর অফিসে। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক পাস বই, আধার কার্ড ও অষ্টম শ্রেণীর মার্কশিট, রেশন কার্ডের ফটোকপি এবং মোবাইল নম্বর ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে SCERT, Abhoynagar, Agartala অফিসে জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপযুক্ত নথি জমা না দিলে স্কলারশিপের আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

পরবর্তী সময় BMS Portal - Registration করার পর স্কলারশিপ এর টাকা ছাত্র- ছাত্রীর ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ ঢুকবে। BMS portal -Registration পদ্ধতি https://www.tripuratalentsearch.com/ website এ পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র- ছাত্রীদের Registration করার জন্য এই portal খোলা থাকবে ২১ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ, ২০২৫ ইং পর্যন্ত।

ICA/D-1847/25

এল. ডারলং
অধিকর্তা
এস.সি.ই.আর.টি, আগরতলা, ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-AUCTION (PNIEA)

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online e-Auction for the following work from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprises / Organizations and eligible Contractors / Firms / Agencies, interested individuals up to 3.00 P.M. on 27-02-2025:

1. PNICA No.: 106/EE/CCD/PWD/2024-25, dated, 05-02-2025
Name of work: Demolishing of old composite building (Partially load bearing and partially RCC framed), Type-V/12 at Kunjaban Township quarter Complex, Agartala
2. Reserve price: Rs.1,35,108.00
4. Bid Fee: Rs.1000.00
5. Last date & time for online Bidding: 27-02-2025 up to 3:00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/3816/25

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-29/EE/RDUD/G/2024-25 DATED- 11/02/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 17/02/2025 for the following work-

1. Construction of boundary wall at the site for construction of ADM & ADM (PP) residential quarter, Gomati District, Udaipur, Gomati District.(SOR 2023)

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact

ICA/C/3827/25

Executive Engineer
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER

College of Agriculture, Tripura invites electronic bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from reputed organizations for the procurement of 'Mini Dal Mill' for the ICAR-IIPR sponsored project "Promotion of Pulses in NEH Region (Tripura)" at College of Agriculture, Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 26.02.2025 5:00 PM.

ICA/C-3811/25

Sd/-
(Prof. D. Sen) Principal
College of Agriculture,
Tripura Lembucherra,
West Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 33/EE-IED/AMB/2024-25 Dated: 10/02/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	71/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,73,172.00	₹ 3,463.00	Upto 12.00 Hrs on 21/02/2025	At 12.30 Hrs on 21/02/2025
2	73/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,76,473.00	₹ 3,529.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

ICA/C-3823/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER(PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NIT wise) are invited from fish farmers, fishery co-operative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of Major carp fingerlings (Catla, Rohu & Mrigal) as per details below for distribution under different Pisciculture scheme in 4 (four) blocks along with Melaghar MC and Sonamura NP under Sonamura Sub-Division.

NIT No	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value (Rs. in lakh)	Necessary Dates & Time
NO F.5(2)-SF (SNM)/TEND/2025-26/359	Indian Major Carp Fingerlings (7cm above)	6.70 lakhs	8.71	Bidding Document can be downloaded from 14.02.2025 at 15.00 hrs. Last date of Online submission of e-tender: up to 01/03/2025 up to 15.00 Hours Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
NO.F.5(2)-SF/(SNM)/TEND/2025-26/360	Indian Major Carp Fingerlings (10 cm above)	3.30 lakhs	20.46	

All the future modifications/ corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bitters are requested to get the update themselves from the e-procurernent web portal only.

ICA/C/3807/25

(RANEN DEBROY)
SUPDT.OF FISHERIES SONAMURA SUB-DIVISION

e-Procurement Notice
PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 24/EO/TRRDA/2024-25 date: 10/02/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system Up-gradation of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III in the district of West for 01 number of package (2 road works in the package) with estimated cost of Rs 1749.25 lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 10/02/2025 (dd/mm/yyyy) Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web- site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in

Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender

Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 12/03/2025 upto 1500 HRS. For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

10/02/2005

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.

ICA/C/3801/2

• কাজের সন্ধান •

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১০০০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য সারা দেশ জুড়েই বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ক্রেডিট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে সিএ বা উচ্চশিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। তবে শিলচর, কলকাতার মতো বড় শহরে পরীক্ষার সেন্টার এবং মার্চ/এপ্রিলে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-০২-২০২৫-এ ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১০০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫০টি, এসটি'র জন্য ৭৫টি, ওবিসি'র জন্য ২৭০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, জেনারেলদের জন্য ৪০৫টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৪০টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ—

ক্রমিক নং ১ ঃ পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার ইন মেইনস্ট্রিম (জেনারেল ব্যাঙ্কিং)। শূন্যপদ ১০০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে সিএ বা উচ্চশিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স - ২০ থেকে ৩০ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় প্রতিটি শহরেই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। নিজ নিজ পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে মার্চ বা এপ্রিল মাসে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর, বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ ও হাতের লেখা ডিক্লারেশন ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্‌অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * জল বিদ্যুৎ নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কোল ফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৮ মে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিপিসি-তে **ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, সরাসরি সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১১৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৩৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **ফিশারি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **সুপার স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়ে ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতাও থাকা চাই, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, এপিআই দ্বারা বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, এমটিএস, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.কমপাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোস্ট গার্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যকিম থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.কম পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ারম্যান (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যকিম থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমাডেন্ট, টেলিকমিউনিকেশন (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র শিলচর, কলকাতার মতো কিছু বড় শহরে, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক, রাইটস)**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** (ইএসআইসি)
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএস, এমডি, মেডিক্যাল কোয়ালিফাইড হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৩২,৪৩৮টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর, বায়ু ইনটেক, স্পোর্টস (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,
সরাসরি র‍্যালী, সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেলওয়ে),**
আসন সংখ্যা ঃ ১১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (এন.এইচ.এ.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নাবিক (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **চার্জম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেলে প্রচুর চাকরি অনলাইনে আবেদন, কম্পিউটারে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রেল মন্ত্রকের অধীনে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২,৪৩৮টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে গ্রুপ-ডি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ৩২,৪৩৮ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৬-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩২,৪৩৮টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য, এসটি'র জন্য, ওবিসি'র জন্য এবং ইডব্লিওএস-দের জন্য পদ সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, প্রচুর সংখ্যক পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে বেশ কিছু পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

চাকরি হবে মূলতঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস, পয়েন্টস ম্যান, সিগন্যাল এন্ড টেলিকম, ট্র্যাক মেশিন, লোকো শেড, ব্রীজ, ট্র্যাক মেন্টেনার, হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ১৮টি বিভিন্ন পদে। কাজ করতে হবে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রাফিক, মেডিক্যাল, স্টোরস্ ইত্যাদি বিভাগে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই পাশ বা এপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। শারীরিকভাবে সক্ষমতাও থাকতে হবে। বয়স ০১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮-৩৬ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সেপ্টেম্বর - অক্টোবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ বা ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং. আরআরসি-০৮/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ১,১০৪ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল দপ্তরে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টিহলেও নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১,১০৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে গোরখপুর, ইজ্জতনগর, লক্ষ্মৌ, গন্ডা, বারানসী ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৪-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এনইআর/ আরআরসি/ এক্টএপ্রেন্টিস/ ২০২৫-২৬। তারিখ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — গোরখপুরে মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৪১১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৪২টি, এসসি'র ৬০টি, এসটি'র ৩২টি, ওবিসি'র ১১১টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১৬টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যাল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ৯টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে ব্রিজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৩টি, এসসি'র ৫টি, এসটি'র ৩টি, ওবিসি'র ৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৫১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬০টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ১৫টি, এসসি'র ২৪টি, এসটি'র ১১টি, ওবিসি'র ৪১টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৫টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ডিজেল শেড-এ মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৬টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ওয়াগনে মোট আসন ৬৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৫টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। লক্ষ্মৌ জাংশান ক্যারেজ এন্ড ওয়াগনে মোট আসন ১৫৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬১টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ১৭টি, এসসি'র ২৪টি, এসটি'র ১০টি, ওবিসি'র ৪৩টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। গন্ডা ডিজেল শেড-এ মোট আসন ৯০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৯টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৮টি, এসসি'র ১৩টি, এসটি'র ৭টি, ওবিসি'র ২৩টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৩টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। বারানসী ক্যারেজ এন্ড ওয়াগনে মোট আসন ৭৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৫টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৭টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৫টি, ওবিসি'র ১৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেখে নিতে হবে।

শুক্রবার আগরতলায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

মহাকুম্ভ ২০২৫-এ পূণ্যার্থীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করছে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক

নতুন দিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫: প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ ২০২৫-এ লক্ষ লক্ষ ভক্ত এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করে চলেছে ভারত সরকারের অন্যতম উদ্যোগ ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক (আইপিপিবি)। বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ হিসাবে, মহাকুম্ভ সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে। ভারতীয় ডাক বিভাগের এই ব্যাঙ্ক গ্রাহক-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সকলের জন্য সুসংহত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে, আর্থিক লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে আইপিপিবি। ভারতীয় ডাক বিভাগের এই ব্যাঙ্ক মহাকুম্ভ জুড়ে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিস কাউন্টার, মোবাইল ব্যাঙ্কিং ইউনিট এবং গ্রাহক সহায়তা কিয়স্ক স্থাপন করেছে। এই সুবিধাগুলি পরিচালনার জন্য দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে।

মহাকুম্ভে আইপিপিবি-র এই উদ্যোগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে আইপিপিবি-র এমডি ও সিইও মিঃ আর বিশ্বেশ্বরণ বলেন, প্রয়াগরাজের পবিত্র ভূমি মহাকুম্ভ ২০২৫-এ আমরা ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করতে পেরে সম্মানিত। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং সর্বাধিক শ্রদ্ধার আধ্যাত্মিক সমাবেশের সাথে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সংহতকরণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। তিনি বলেন, ডিজিটাল রূপান্তরের অনুঘটক হিসাবে আমাদের ভূমিকা নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত, আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবা দিয়ে প্রয়াগরাজের ভক্তদের ক্ষমতায়ন করছি। এই উদ্যোগটি সকলের সেবা করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। তিনি বলেন, এটি নিশ্চিত করে যে আর্থিক উপলব্ধতা কেবল নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য নয় বরং এই রূপান্তরিত আধ্যাত্মিক যাত্রায় সকলের জন্য উপলব্ধ।

তিনি জানান, আইপিপিবির বিশ্বস্ত ডাক সেবকরা ডোরস্টেপ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছেন। আইপিপিবি-র আধার এটিএম (এইপিএস) পরিষেবার মাধ্যমে আধার সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ উত্তোলনের মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা যাতে তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে পেতে পারেন, তা নিশ্চিত করছেন তাঁরা। পুণ্যার্থীরা মহাকুম্ভের ময়দানের মধ্যে যেখানেই থাকুন না কেন কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা সংগ্রহের জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগের ''ব্যাঙ্কিং অ্যাট কল'' সুবিধা কাজে লাগাতে পারছেন। এর জন্য তারা ৭৪৫৮০২৫৫১১ ডায়াল করতে পারেন।

ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আইপিপিবি মহাকুম্ভের স্থানীয় বিক্রেতা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের তার ডাকপে কিউআর কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করছে। এই উদ্যোগটি নগদহীন লেনদেনকে উৎসাহিত করছে, নগদ অর্থের উপর নির্ভরতা হ্রাস করছে এবং লেনদেনের সামগ্রিক দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

এছাড়াও, আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছুতে ভারতীয় ডাক বিভাগের আইপিপিবিগুলি তীর্থযাত্রী ও বিক্রেতাদের পরিষেবা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে মহাকুম্ভে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করেছে। প্রশিক্ষিত পেশাদার এবং ডাক সেবকরা অ্যাকাউন্ট খোলা, লেনদেন এবং প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করার জন্য প্রধান এলাকা গুলিতে অবস্থান করছেন। আইপিপিবি-র অফারগুলির সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিত করে তোলার জন্য তথ্য হোর্ডিং এবং ডিজিটাল প্রদর্শনগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি প্রত্যেক দর্শনার্থীকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্মারক হিসাবে বিনামূল্যে মুদ্রিত ফটোগ্রাফও সরবরাহ করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক সম্পর্কে

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (আইপিপিবি) ভারত সরকারের মালিকানাধীন ১০০ শতাংশ ইক্যুইটি সহ যোগাযোগ মন্ত্রকের ডাক বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইপিপিবি ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এ চালু হয়েছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে সুলভ, সাশ্রয়ী এবং বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করা হয়েছে। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের মৌলিক উদ্দেশ্য হল ব্যাংকিং এর বাইরে থাকা এবং ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত মানুষদের বাধা দূর করা এবং এখন পর্যন্ত ১,৬৫, ০০০টি পোস্ট অফিস (১৪০, ০০০টি গ্রামীণ এলাকায়) এবং এ ৩,০০,০০০টি ডাক কর্মচারী সমন্বিত ডাক নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে শেষ মাইলে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় ডাক বিভাগের অধীনস্থ এই ব্যাঙ্ক কম নগদ অর্থব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিইও বলেন, ভারত তখনই সমৃদ্ধ হবে, যখন প্রত্যেক নাগরিক আর্থিক দিক থেকে সুরক্ষিত ও ক্ষমতায়িত হওয়ার সমান সুযোগ পাবেন।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে : রাজনাথ সিং

লখনউ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, ভারত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ১১-তম থেকে পঞ্চমতম অবস্থানে চলে এসেছে এবং বৃদ্ধির এই গতি ত্বরান্বিত হতে থাকবে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি শুক্রবার লখনউতে ১১৪টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং ব্রজেশ পাঠক। রাজনাথ সিং এই অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি দেশে পরিকাঠামোগত বিপ্লব এনেছেন। আমি যদি শহুরে পরিকাঠামোর কথা বলি, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ১,৭৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, যেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৮, ৫২,০০০ কোটি টাকা পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন ফিতা কেটে লখনউয়ের মুন্সি পুলিয়া এবং খুররম নগর ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করেন।

মহাকুম্ভের জন্য উত্তর প্রদেশের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি শুক্রবার লখনউতে ১১৪টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং ব্রজেশ পাঠক। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, মহাকুম্ভের জন্য উত্তর প্রদেশের অর্থনীতিতে ৩ লক্ষ কোটি টাকার উন্নতি হবে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমরা প্রতি ৬ বছরে কুম্ভ এবং প্রতি ১২ বছরে মহাকুম্ভ আয়োজন করার সুযোগ পাই। আমরা যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করি তা আমাদের পর্যটনকে বাড়িয়ে তোলে। মহাকুম্ভের কারণে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। লোকজন আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে কেন ৫০০০-৬০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এই পরিমাণ টাকা শুধু কুম্ভের জন্য নয়, প্রয়াগরাজ শহরের সংস্কারেও খরচ করা হয়েছে। কুম্ভ আয়োজনে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং এর বিনিময়ে আমাদের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা লাভ পায়।'

ছত্তিশগড় সরকারের বিভাগীয় পরীক্ষা ৩—১০ মার্চ, সূচি প্রকাশ

রায়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে রাজ্য সরকারের চলতি বছরের জানুয়ারি-র বিভাগীয় পরীক্ষা ৩—১০ মার্চ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য, এই বিভাগীয় পরীক্ষা যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত, তাদের পরীক্ষাটি বাধ্যতামূলক দিতে হবে জানা গেছে। এই পরীক্ষা ৩ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত রায়পুর, দুর্গ, বিলাসপুর, জগদলপুর (বস্তার) এবং আম্বিকাপুর (সরগুজা)—এ অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার জম্মু সফরে যাচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি, পুজো দেবেন মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শনিবার জম্মু সফরে যাচ্ছেন। এই সফরের সময় তিনি কাটরার মাতৃকা অডিটোরিয়ামে এসএমভিডিইউ ক্যাম্পাসে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে সভাপতিত্ব করবেন। পাশাপাশি পুজো দেবেন মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরেও।

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের মূলত গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর সমাবর্তনের জন্য এসএমভিডিইউ ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে তাঁর সফর পুনঃনির্ধারিত করা হয়েছে। তাই শনিবার জম্মুতে সফরে আসছেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করল পঞ্জাব পুলিশ

চণ্ডীগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পঞ্জাব পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে সীমান্তবর্তী অমৃতসর জেলার ঘরিন্দা থানা এলাকায় ৩০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। জানা গেছে, পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়েছিল ওই হেরোইন। পঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশক এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই বছরে এখনও পর্যন্ত এটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাদক উদ্ধার।

পুলিশের মহানির্দেশক গৌরব যাদব জানিয়েছেন, পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে এই হেরোইন পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে এই মাদক উদ্ধার করে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছে এই চক্রে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসালের

প্রয়াগরাজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল শুক্রবার মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্ত নন্দী এবং উত্তর প্রদেশ বিজেপির ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সুনীল বনসাল পুণ্যস্নানের পরে ধ্যান করেন এবং দান করেন। কথিত, এটি মহাকুম্ভর পরম্পরার অংশ।

নিরী-র গবেষণা : গঙ্গা জলে রয়েছে স্ব-বিশুদ্ধিকরণের অনন্য ক্ষমতা

''নিরী'', একটি সংস্থা যা ১২ বছর ধরে গঙ্গার জল নিয়ে অধ্যয়ন করছে, গবেষণা অনুযায়ী, গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, স্বচ্ছ জলে উচ্চ অক্সিজেনের পরিমাণ, তীরে গাছপালা এবং এর পলি স্ব-বিশুদ্ধিকরণের কারণ।

নাগপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজে চলমান মহাকুম্ভের সময় প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করছেন। এই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জল দূষণ এবং জলের গুণমান নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে, তবে জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (এনআইআরআই)-এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, গঙ্গার জলে স্ব-বিশুদ্ধকরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই গুণটি গঙ্গার জলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখে। ''নিরী'' মহাকুম্ভের আগেও ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল।

আসলে, ''নিরী''-র একটি বিশেষ টিম গত ১২ বছর ধরে গোমুখ ও গঙ্গাসাগরের মধ্যে গঙ্গার জল নিয়ে গবেষণা করছে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিছু বিশেষ গুণের কারণে গঙ্গার জল নিজেকে বিশুদ্ধ রাখার ক্ষমতা রাখে। যদি গঙ্গার জলকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়, গঙ্গার জলের উচ্চ অক্সিজেন উপাদান, তীরের গাছপালা থেকে প্রাপ্ত জলে দ্রবণীয় টেরপীন, বিশেষ ব্যাকটেরিওফেজ এবং গঙ্গার তলদেশে উপস্থিত পলি, গঙ্গার জলকে তার প্রবাহের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে আবার শুদ্ধ করে। এই বিষয়ে নিরী ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজেদের রিপোর্ট জমা দিয়েছিল।

এ বিষয়ে নিরী-র গবেষণা দলের প্রধান ডক্টর কৃষ্ণা খাইরনার বলেন, গঙ্গার জলের অন্যান্য নদীর তুলনায় পরিষ্কার হওয়ার চারটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হল, গঙ্গার জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন অন্যান্য নদীর তুলনায় অনেক বেশি। গঙ্গা নদী হিমালয়ের অত্যন্ত উচ্চতা এবং অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রার কারণে গঙ্গার জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি, ফলে গঙ্গার জল বিশুদ্ধ থাকে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় কারণ হল, গঙ্গার তীরের প্রাকৃতিক গাছপালা এবং গাছগুলি প্রচুর পরিমাণে ''টেরপীন'' নির্গত করে এবং এই টেরপীনগুলি গঙ্গার জলকে বিশুদ্ধ রাখে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, গঙ্গার জলে উপস্থিত ''ব্যাকটেরিওফেজ'' ব্যাকটেরিয়ার প্রাকৃতিক শত্রু এবং এটি গঙ্গার জলকে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রেখে বিশুদ্ধ করে। ডঃ খাইরনার বলেন, গঙ্গার জলের বিশুদ্ধতার আরেকটি কারণ হল গঙ্গা নদীর তলদেশে থাকা অতি সূক্ষ্ম পাথর, নুড়ি এবং কণা (পলি) প্রবাহিত গঙ্গার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য চালুনির মতো কাজ করে। গঙ্গার জল যখন প্রবাহিত হতে থাকে, তখন পলি জলের বেগে চলতে থাকে এবং গঙ্গা জলকে শুদ্ধ করে।

তিনি বলেন, যেখানে গঙ্গার প্রবাহের গতি কমে যায়, সেখানে তলদেশে থাকা পাথর, নুড়ি ও পলির জলে বিশুদ্ধ করার ক্ষমতা কমে যায়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে, যদিও গঙ্গার জল মানুষের ব্যবহার এবং বিভিন্ন মানবিক কার্যকলাপের কারণে দূষিত হয়, তবে গঙ্গার জলে কিছু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত দ্রবীভূত অক্সিজেন, টেরপীন, ব্যাকটেরিওফেজ এবং পলির কারণে এটি কিছুটা স্ব-শুদ্ধ হয়।

তিনি আরও জানান, ২৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা নদীকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিরী-র এই গবেষণা করা হয়েছে। প্রথম অংশ গোমুখ থেকে হরিদ্বার, দ্বিতীয় অংশ হরিদ্বার থেকে পাটনা এবং তৃতীয় অংশ পাটনা থেকে গঙ্গাসাগর। মোট ১৫৫টি ঘাট থেকে হাজার হাজার জলের নমুনা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন আইআইটি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও এই গবেষণায় সহযোগিতা করেছে। নিরী-র এই টিম গঙ্গার পাশাপাশি যমুনা ও নর্মদার জলের উপর একই রকম গবেষণা চালিয়েছে, কিন্তু গঙ্গার স্ব-শুদ্ধিকরণ বৈশিষ্ট্যগুলি যমুনা এবং নর্মদাতে দৃশ্যমান ছিল না।

অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক ফড়নবিসের, ফলপ্রসূ বললেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। মহারাষ্ট্রে নতুন ফৌজদারি আইন প্রয়োগের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর ফড়নবিস বলেছেন, ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনটি ফৌজদারি আইনের বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা ডেকেছেন। আমরা কীভাবে আইনের নতুন বিধান নিয়ে কাজ করছি, তা তিনি পর্যালোচনা করেছেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষ থেকে, আমরা তাঁকে জানিয়েছি, আমরা ৭ বছরের বেশি পুরনো মামলাগুলির জন্য ফরেনসিক পরিকাঠামোর জন্য ২৭টি ভ্যান মোতায়েন করেছি।'

ফড়নবিস আরও বলেছেন, 'আমরা আদালতের জন্য অনলাইন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী, আমাদের আদালত এবং ফরেনসিক ল্যাবগুলিতে একটি মনোনীত, নিবেদিত এবং নোটিফাইড কিউবিকেল স্থাপন করতে হবে। আমরা এটি নিয়ে কাজ শুরু করেছি এবং এটি আগামী ৬ মাসের মধ্যে শেষ হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে মামলার শুনানি হবে এবং অভিযুক্তদের বারবার আদালতে হাজির করতে হবে না।

পুলওয়ামার শহীদদের ত্যাগ ও উৎসর্গকে দেশ কখনই ভুলবে না, শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পুলওয়ামা হামলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার পুলওয়ামা হামলার ষষ্ঠ বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পুলওয়ামা হামলার শহীদদের ত্যাগ ও উৎসর্গকে দেশ কখনই ভুলবে না।

শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় আমরা যে সাহসী বীরদের হারিয়েছিলাম তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের ত্যাগ এবং দেশের প্রতি অটল উৎসর্গকে কখনই ভুলবে না।'

পূর্ণাঙ্গ স্টেশনের দাবিতে মুর্শিদাবাদে রেল অবরোধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

মুর্শিদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুর্শিদাবাদে রেল অবরোধ! ফরাক্কার সাঁকোপাড়া হল্টকে পূর্ণাঙ্গ স্টেশন করার দাবি তুলে রেল অবরোধ করলেন বাসিন্দারা। এই স্টেশনে হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি করছেন স্থানীয়রা। প্রায় হাজারখানেক মানুষ শুক্রবার সকালে স্টেশন চত্বরে জড়ো হয়। রেলের কর্তা ও আরপিএফ বিক্ষোভকারীদের সরানোর চেষ্টা করলে তাঁরা রেললাইনে বসে পড়েন। অবরোধে আটকে রয়েছে মালগাড়ি। এলাকাবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছে রেল কর্তারা। ট্রেন পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ায় যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েছেন।

ফ্রান্স ও আমেরিকায় ''সফল'' সফর শেষ, ওয়াশিংটন থেকে দিল্লি রওনা মোদী

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফ্রান্স ও আমেরিকায় ''সফল'' সফর শেষে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নতুন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধাননন্ত্রী মোদী।

দুই দেশ সফরের শুরুতে ফ্রান্স গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে এআই অ্যাকশন সামিটে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও ফ্রান্সের মার্সেই শহরে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্বোধন করেন মোদী। ফ্রান্স সফর শেষে তিনি যান আমেরিকায়। ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা সফর শেষে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ দিগম্বর জৈন সমাজের সভাপতির

রায়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকার সঙ্গে শুক্রবার রাজভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দিগম্বর জৈন সমাজের রায়পুরের সভাপতি প্রকাশ মোদী। জানা গেছে, সাক্ষাৎকালে তিনি আগামী মাসে আয়োজিত ভগবান আদিনাথের জন্ম কল্যাণক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানান।

কচ্ছে টেক্সটাইল উৎপাদন কোম্পানিতে আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

কচ্ছ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি টেক্সটাইল উৎপাদন কোম্পানিতে। শুক্রবার কচ্ছের গান্ধীধামের কান্দলা স্পেশাল ইকনমিক জোনে আগুন লাগে। ওই গুদামে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। তবে, আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে, আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল যুগ গঠনে পথ দেখাতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল যুগ গঠনে পথ দেখাতে পারে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভগবান বুদ্ধের প্রজ্ঞা আমাদের মানবকেন্দ্রিক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভার্চুয়ালি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সম্বাদ (গ্লোবাল হিন্দু বৌদ্ধ উদ্যোগ) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমরা নিজেদের প্রকৃতি থেকে আলাদা দেখি না। আমরা ট্রাস্টিশিপের ধারণায় বিশ্বাস করি। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার সময় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্বও বুঝতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'পালিকে আমাদের সরকার শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে, এর সাহিত্যের সংরক্ষণও নিশ্চিত করেছে। আমরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি শনাক্ত এবং তালিকাভুক্ত করার জন্য জ্ঞান ভারতম উদ্যোগ চালু করেছি। এটি বৌদ্ধ ধর্মের পণ্ডিতদের সুবিধার জন্য ডকুমেন্টেশন এবং ডিজিটালাইজেশনকে উৎসাহিত করবে।'

উত্তর প্রদেশে স্বামীর মৃত্যুশোকে স্ত্রীর আত্মহত্যা

ফিরোজাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলার অন্তর্গত উত্তর থানার ঝলকারি নগরে স্বামীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী শুক্রবার গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার লিভারের সংক্রমণে ঝলকারি নগরের বাসিন্দা রূপেশ বাঘেলের মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন সেদিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই রূপেশের স্ত্রী রীনা শোকে ভেঙে পড়েন। শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা অস্থি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পর তিনি আত্মহত্যা করেন। পরিবারের লোকজন ঘরে ঢুকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ দেখেন।

শুক্রবার একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিশ্র দল চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত জাপানের কাছে ০-৩ গোলে হেরেছে

দুবাই, ১৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.):ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা এইচএস প্রণয় সাহসিকতার সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও, ২০২৩ সালে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারত শুক্রবার দুবাইয়ে ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিশ্র দল চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় সারির জাপানের কাছে ০-৩ গোলে হেরে গিয়ে তাদের অভিযান শেষ করেছে।

উদ্বোধনী ম্যাচে, ধ্রুব কপিলা এবং তানিশা ক্রাস্টোর মিশ্র দ্বৈত জুটি দৃঢ়তা দেখিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিরোকি মিডোরিকাওয়া এবং নাটসু সাইতোর কাছে ১৩-২১, ২১-১৭, ১৩-২১ ব্যবধানে হেরে যায়।

পিভি সিন্ধু হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে থাকায়, ভারতের সামনে টোমোকা মিয়াজাকির বিপক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যিনি ২০২২ সালের বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের পর দ্রুত বিশ্বের ৮ নম্বরে উঠে এসেছেন।

সিন্ধুর জায়গায় আসা মালবিকা বানসোদ সাহসী লড়াই করেছিলেন, বিশেষ করে দ্বিতীয় গেমে, এই তরুণ প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিকতার সাথে তাল মেলাতে লড়াই করেছিলেন, অবশেষে ১২-২১, ১৯-২১ হেরে যান, ভারতকে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রাখেন। ভারতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবকিছুই প্রণয়ের উপর নির্ভর করেছিল, কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর ফিরে আসা এবং মরসুমের শুরুর ফর্মের সাথে লড়াই করা ৩২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বিশ্বের ১৬ নম্বর কেন্টা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে চাপ ধরে রাখতে পারেননি। জাপানি তারকা ১ ঘন্টা ১৭ মিনিটে ২১-১৪, ১৫-২১, ২১-১২ ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

জাতীয় গেমসে ৪৭ পদক নিয়ে বাংলা অষ্টম স্থানে

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): সদ্য সমাপ্ত ৩৮ তম জাতীয় গেমসে এ রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ছবি। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। শুক্রবার রাজ্য সংস্থার সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৪৭ টি পদক জিতে বাংলা অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। একাধিক ইভেন্টে চতুর্থ স্থানে রয়েছে বহু প্রতিযোগী। সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে এ নিয়ে খানিক পর্যালোচনা হয়েছে।

মার্চ মাসে হতে পারে রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ইঙ্গিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): জাতীয় গেমসে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সাফল্যকে সামনে রেখেই মার্চের শেষে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অর্থাৎ স্টেট স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, ৩৭ তম জাতীয় গেমসে বাংলার স্থান ছিল ১৮ তম। এই সাফল্যকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখার তৎপরতা নিয়ে রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৮ তম স্থান থেকে ৮ম স্থানে উত্তরণ হয়েছে বাংলার। সাংবাদিক সম্মেলনে এ নিয়ে এদিন তিনি বলেন, সময় এসেছে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরও নজর দেওয়ার। গুরুত্ব আরোপ করতে হবে বাড়তি উদ্যোগের ওপর। জাতীয় গেমসে জিমন্যাস্টিক সহ যোগাসন প্রভৃতি ইভেন্টে ভালো ফল হতে পারে। আগামীদিনে এ আশা করা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েহ বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

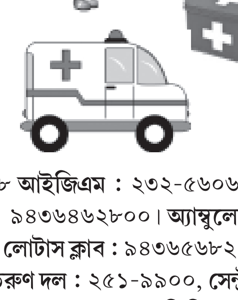

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ট্রাম্প

● প্রথম পাতার পর

ভারত ও আমেরিকার অংশীদারিত্ব গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এতে কোয়াড-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এইবার, ভারত কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে - আমরা সেই সময় আমাদের অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে নতুন ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রসারিত করব।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমাদের টিম একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য কাজ করবে, যা পারস্পরিকভাবে দুই দেশের জন্য উপকৃত হবে। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা তেল ও গ্যাস বাণিজ্য জোরদার করব। জ্বালানি পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়বে। পারমাণবিক শক্তি সেক্টরে, আমরা ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টরের দিকে আমাদের সহযোগিতাকে আরও গভীর করার কথা বলেছি। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে আমেরিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় আমাদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। আমাদের জনগণের সাথে-মানুষের সম্পর্ক বাড়াতে - আমরা শীঘ্রই লস অ্যাঞ্জেলেস এবং বোস্টনে আমাদের কনস্যুলেট খুলব। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে অফশোর ক্যাম্পাস খোলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' ট্রাম্পকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারতের জনগণ, এখনও আপনার (প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প) ২০২০ সালের সফরের কথা মনে রেখেছে, ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

আমেরিকা অপরাধ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কাজ করছে এবং ভারতের ভালোর জন্য আমরা তা করতে চাই। আশ্বাস দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি না, বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক ছিল। অনেক কিছু ঘটেছে যা ভারত এবং বাইডেন প্রশাসনের মধ্যে খুব একটা উপযুক্ত ছিল না। আমরা একজন অত্যন্ত হিংস্র মানুষকে (তাহাউর রানা) অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমরা অপরাধ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কাজ করছি।'

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'এই বছর থেকে আমরা ভারতের কাছে বহু বিলিয়ন ডলারের সামরিক বিক্রি বাড়াব। আমরা শেষ পর্যন্ত ভারতকে এফ৩৫, স্টিলথ ফাইটার সরবরাহ করার পথ প্রশস্ত করছি।' ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য রুটগুলির মধ্যে একটি তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছি। এটি ভারত থেকে ইজরায়েল থেকে ইতালি এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলবে, আমাদের অংশীদার, রাস্তা, রেলপথ এবং সমুদ্রের নীচের তারগুলিকে সংযুক্ত করবে। এটা একটা বড় উন্নয়ন।'

রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্ঘাতে ভারত শান্তির পক্ষে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'আমি সর্বদা রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। দুই দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছি। অনেকেই ভুল ধারণায় আছেন যে, ভারত নিরপেক্ষ, কিন্তু আমি আবারও বলতে চাই যে ভারত নিরপেক্ষ নয়; আমরা এক পাশে আছি, আর সেটা হল শান্তি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমি মিডিয়ার সামনে বলেছি, এটা যুদ্ধের সময় নয়, যখন প্রেসিডেন্ট পুতিন আমার পাশে ছিলেন। এখনও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধের সমাধান যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় না এবং শেষ পর্যন্ত, আমাদের টেবিলে থাকতে হবে। ভারত বিশ্বাস করে, যুদ্ধের সমাধান তখনই পাওয়া যাবে যখন এই সমস্যাটি একটি ফোরামে আলোচনা করা হবে, যেখানে উভয় দেশ (রাশিয়া ও ইউক্রেন) উপস্থিত থাকবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন - আমি সমর্থন করি এবং স্বাগত জানাই। আমি আশা করি সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সফল হবে।"

ছোট ভাই

● প্রথম পাতার পর

মা, ছোট ভাই, বড় ভাইকে জ্বালাতন করতেন। প্রায়ই বড় ভাইয়ের স্ত্রী জলাকা খাতুনের সঙ্গে আমির হোসেন ঝগড়া হতো। তাছাড়া, ইমান হোসেনের বাড়ির সামনে এক টুকরো জমি আছে। সেই জমি নেই দীর্ঘ দিন ধরে বিবাদ চলছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। এই জমি ইমানকে না দেবার জন্য মার নিকট চাপ সৃষ্টি হয় করা। আমির মাকে বলেন, ওই জমি ভাইকে দেওয়া যাবে না। উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে আমির তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া হয় পূর্বে অনেকবার। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুন করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতের বোন জানিয়েছেন, গতকাল রাতে বড় ভাই ইমান হোসেনের স্ত্রী সাথে সামান্য বিষয়ে ঝগড়া হয়েছিল ছোট ভাই আমির হোসেনের। তারপর রাতে মার সাথে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন আমির হোসেন। আজ সকালে ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘরের দরজা ভেঙে বড় ভাই ছুরি দিয়ে ছোট ভাইকে আঘাত করে। এমনকি, বড় ভাই আমির হোসেন ও ছেলে, স্ত্রী মিলে তার বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে আমির হোসেন বাঁচার জন্য ঘর থেকে কোনরকমে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষন দৌড়ানোর পর মাটিতে পড়ে যাওয়াতে বড় ভাই ইমন হোসেন তার ছেলে মিলে তাকে প্রথমে গণপিটুনি করে পরে ছুরির আঘাতেই করে। বড় ভাইয়ের আক্রমণ থেকে পালিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না ছোট ভাইয়ের। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলেও ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা বক্সনগরের রহিমপুর পূর্বপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। এদিকে, প্রত্যক্ষদর্শী ধনু মিয়া জানান, প্রথম অবস্থায় বৌদি এবং ভাতিজা মিলে প্রচন্ড ভাবে আক্রমণ করেন আমির হোসেনকে। আমির হোসেনকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ধনু মিয়া। তারপরও রক্ষা করা গেল না আমিরকে। আরো কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, রাকিব নাকি ছুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে।

শেষ শ্রদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

হয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজনৈতিক দলে বলাই গোস্বামীর মতন দক্ষ কার্যকতার বিকল্প নেই। সমস্ত নির্বাচনের দায়িত্ব দক্ষতার সহিত তিনি পালন করতেন। এককথায় একজন দক্ষ কার্যকতা হারিয়েছি আমরা। এদিন তাঁর প্রয়াণে বাম বিধায়ক নয়ন সরকার শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বলাই গোস্বামী ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ। তাঁর মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথায়, বামুটিয়াবাসী থেকে শুরু করে আপামর ত্রিপুরাবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

সৈন্যরা বিপুল পরিমাণে সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট ভর্তি দুটি প্যাকেট জব্দ করে। দুটি প্যাকেটে মোট ২০ হাজার টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল। যার বাজার মূল্য ২ কোটি টাকা। এছাড়াও, বিভিন্ন অভিযানে, ত্রিপুরা বিএসএফ ৩০ লক্ষ টাকার বিদেশী সিগারেট এবং অন্যান্য চোরাচালান সামগ্রী জব্দ করেছে।

অনিয়মিত শ্রমিকদের

● প্রথম পাতার পর

ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হল, কর্মীদের কাজের জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা এবং পদবী অনুসারে পর্যালোচনার মাধ্যমে মাসিক বেতন স্কেল নির্ধারণ করা, সম কাজের সমবেতন পরিকাঠামো নির্ধারণ করা, নিজ খরচে কর্মীদের অফিস থেকে কাজের স্থানে যাওয়ার দুরত্ব বিবেচনা করে যাতায়াতের খরচ প্রদান করা, বেতনক্রমের মান বৃদ্ধি করা সহ ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পরীক্ষা চলাকালীন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি ব্লকে। ছাত্রীর মৃত্যুতে ধন্দে পুলিশও। মৃত্যুর কারণ জানতে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ময়নাতদন্ত করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম অর্পিতা পাল (১৬)। রবিবার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বান্ধবীর বাড়িতে চলে যায়। সেখান থেকেই মাধ্যমিকের দুটো পরীক্ষা দেয়। এরপর শুক্রবার সকালে বান্ধবীর বাড়ি থেকেই তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যদিও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বান্ধবী ও মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, মৃত অর্পিতা মণ্ডল নকশালবাড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা। সে তার বান্ধবী সুজাতা শৈবের বাড়ি মেচবস্তিতে ছিল। অর্পিতা নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ছাত্রী। পরপর দু''দিন বান্ধবীর বাড়ি থেকেই পরীক্ষা দিয়েছিল। জানা গিয়েছে, সে ঘুমনোর পর আর উঠছিল না। অনেক ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি। তখনই অর্পিতার মা রূপা মণ্ডলকে ডেকে আনা হয়।

অর্পিতাকে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কীভাবে মেয়ের মৃত্যু হল তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে আসে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। তারা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

বছরের শেষ তিন দিন যান চলাচল বন্ধ ইসলামপুরের ভৈরব সেতুতে

মুর্শিদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :বছরের শেষে যান চলাচল বন্ধ থাকবে ইসলামপুরের ভৈরব সেতুতে। আপাতত তিনদিন বন্ধ রাখা হবে এই সেতু। মুর্শিদাবাদের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ইসলামপুরের ভৈরব নদীর উপরের এই সেতু।

পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যই বন্ধ রাখা হবে সেতু। দীর্ঘ দিনের পুরনো এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন কয়েক শো যান চলাচল করে। বেশ কিছুদিন আগে এই সেতুর একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তা যদিও রক্ষণাবেক্ষনও করা হয়। তবে এবার এই ব্রিজের লোড টেস্ট হতে চলেছে। এই সেতু প্রধানত ইসলামপুর, ডোমকল, জলঙ্গি ও নদিয়ার সংযোগকারী।শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত এই সেতুতে পুরোপুরো বন্ধ রাখা হবে যান চলাচল। পূর্ত দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ব্রিজ বন্ধ থাকলেও যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্রিজের দুধারে যানবাহন থাকবে। ব্রিজের একপারে নেমে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পার হয়ে অন্যপারে গিয়ে আবার যানবাহনে চেপে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন যাত্রীরা। মালবাহী হোক বা যাত্রীবাহী- কোন গাড়িই ব্রিজের উপর দিয়ে চলবে না এই তিনদিন।ব্রিজের উপর বাস চলাচল বন্ধ হওয়ায় ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হতে হবে নিত্যযাত্রীদের। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে বিকল্প রুট এবং বড় গাড়ির ক্ষেত্রেও অন্য রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে বিকল্প যে রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে জলঙ্গি--- ডোমকল-ডোমকল পুরনো বিডিও মোড়- গাবতলা- ভগীরথপুর- ফতেপুর হাট- সুন্দরপুর ঘাট- স্বরুপপুর- হরিহরপাড়া- ভাকুড়ি- বহরমপুর দিয়ে যাতায়াত করবে যানবাহন।

অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফের ঝামেলা বিজিবির

কোচবিহার,১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :ফের অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঝামেলা হল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির। মেখলিগঞ্জের এই ঘটনায় শেষে বিএসএফ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। এই জটিলতার জেরে আপাতত কাঁটাতার বসানোর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় তিন বিঘা করিডরের দহগ্রামে।

শুক্রবার দুপুরে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দহগ্রাম সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতার লাগাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। গুঞ্জন, বিএসএফ—ই গ্রামবাসীদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছিল। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ ফেন্সিংয়ের কাজ হয়ে গিয়েছিল। এরপরই ওপার থেকে বিজিবি তাঁদের কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

বিজিবি-র তরফে বলা হয়, এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাবে না। গ্রামবাসীরা জানান, দু কিলোমিটার কাঁটাতার দিতে হবে, আরও কাজ বাকি। তাতে বাধা দেয় বিজিবি। এনিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজিবি-র বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এগিয়ে আসে বিএসএফ।

দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। শীঘ্রই দু'পক্ষের পতাকা বৈঠক হতে পারে।

ধৃত বাংলাদেশি, উদ্ধার ৭টি সিম কার্ড

ক্যানিং, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ক্যানিং থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের নাম হাবিব গাজী। ধৃত যুবক বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ৭টি সিম কার্ড ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। যা সন্দেহ বাড়িয়েছে পুলিশের। বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিংয়ের বাদামতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার আলিপুর আদালতে তাকে তোলা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য সাত দিনের আবেদন জানায়। সূত্র মারফত জানা যায়, মাস তিনেক আগে বাংলাদেশ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে নদীপথে হাবিব ক্যানিংয়ে এসেছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে। কী কারণে সে এতগুলো সিম ব্যবহার করছিল, কোথা থেকে এত সিমকার্ড সে পেল খতিয়ে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

অন্ডালে বন্ধঘর থেকে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর দেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : বন্ধ ঘর থেকে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল মোড় এলাকায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মৃতের নাম মদন রাম (৬৭)। তিনি রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অন্ডাল মোড়ের একটি ভাড়া বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। প্রতিবেশীরা ওই ভাড়া বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অনুমান ২-৩ দিন আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তার জেরেই এদিন দুর্গন্ধ ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজবাঁধে জঙ্গলে আগুন, আতঙ্ক

দুর্গাপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝোপ জঙ্গলে আগুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালো। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার রাজবাঁধে একটি তেল সংস্থার বটলিং প্ল্যান্টের পিছনের জঙ্গলে।

শুক্রবার দুপুরে স্থানীয়রা জঙ্গল থেকে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে দমকলকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। কিন্তু গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে প্রথমে ওই বটলিং প্ল্যান্টের পিছনে ঢুকতে না পারায় প্ল্যান্টের কর্মীরা পাইপে করে বাউন্ডারির বাইরে জল ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আগুন রেল লাইনের কাছে ও রাজবাঁধ শিশু সদনের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তড়িঘড়ি দমকল বাহিনী গাড়ি ঘুরিয়ে রাজবাঁধ শিশু সদনের পিছনে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন কোনও ভাবে বটলিং প্ল্যান্টে লেগে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত বলে দাবি বাসিন্দাদের।

কাঁকসা দমকল বিভাগ জানায়, মানুষ সচেতন নয়। জ্বলন্ত বিড়ি সিগারেটের টুকরো ফেলে দেওয়া থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। এরকম আজ ৩ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। সবগুলি নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বহু পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর

ঝাঁকে ঝাঁকে মোমাছির আক্রমন শুরু করে বিশালগড় কড়ইমুড়া স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের। চিৎকার চেঁচামেচি করার পর স্কুলের অন্যান্য পড়ুয়ারা বেরিয়ে আসার পর তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে মৌমাছির দল।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

ও দুই যাত্রী। ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেছে দমকল কর্মীরা।

AFFIDAVIT

I, Chotona Akter (old name) W/o- Abdul Hamid, vill- Kulubari Po- Kulubari Ps- Sonamura, Dist-Sepahijala Tripura.
Do hereby declare that I have changed my name from Chotona Akter (old name) to Chotana Akter (new/ correct name) and henceforth I shall be known as Chotana Akter (new/correct name) in all purpose,
Chotana Akter (new/correct name) & Chotona Akter (old name) both are same and one identical person.

Sd/-
Chotona Akter

AFFIDAVIT

I, Parul Akter (old name) W/o- Sabuj Miah, vill- Rangamatia Po- Khedabari Ps-Sonamura, Dist- Sepahijala Tripura.
Do hereby declare that I have changed my name from Parul Akter (old name) to Parul Aktar (new/correct name) and henceforth I shall be known as Parul Aktar (new/ correct name) in all purpose, Parul Aktar (new/correct name) & Parul Akter (old name) both are same and one identical person.

Sd/-
Parul Akter

AFFIDAVIT

Smt. Sima Dey Rudrapaul, W/O. Si Prakash Rudrapaul, D/O. Sri Ashok Kumar Dey, resident of Ichamuya, Agartala, PO. Mariyam Nagar, P.S East Agartala, Dist. West Tripura, Pin No. 799008, by faith-Hindu, by profession-Housewife, aged about 31 years, a citizen of India do hereby solemnly affirm on oath as follows-
That, before marriage I always use and write my name and sumame as Smt. Sima Dey. D/O. Sri Ashok Kumar Dey according to my father's title and it has been written/ recorded in some of my papers and documents such as Inter National Pass Port vide No. P7945540, and PRTC
That, I have married with Sri Prakash Rudrapaul and after marriage I always use and write my name Smt. Sima Dey Rudrapaul, W/O Sri Prakash Rudrapaul, according to my husband's title and it has been written/recorded in some of my papers and documents such as Pan Card, Aadhaar Card, Voter Identity Card etc.
That, in some of my other respective papers and documents my name and surname has been written/ recorded as Smt. Sima Dey Rudrapaul and Smt. Sima Dey, respectively.
That. Smt. Sima Dey Rudrapaul and Smt. Sima Dey, W/O. Sri Prakash Rudrapaul, D/O. Sri Ashok Kumar Dey is the same and identical one female person and I am the same female person and henceforth I am known and sign my name and surname as Smt. Sima Dey Rudrapaul.
That, I swear this affidavit for the purpose of avoiding the problem of my name and surname from the concerning authority
These are true to my knowledge. The statements made above are true to my knowledge and I sign this affidavit on the 13th day of February, 2025 before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

Sd/-
Sima Dey Rudrapaul

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক
যোধপুর অফিসার্স হোস্টেল, পান্ডারা পার্ক, ইন্ডিয়াগেট
নিউ দিল্লি- ১১০০০৩

প্রজেক্ট কোয়ালিটি মনিটর (পিকিউএম)
নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি

ডোনার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, পূর্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বাস্তবায়িত এম ডোনার -এর বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে অর্থায়নকৃত অবকাঠামো প্রকল্পগুলির নিরীক্ষণের জন্য প্রজেক্ট কোয়ালিটি মনিটর (পিকিউএমএস) তালিকাভুক্ত করতে চায়।

যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

যোগ্যতার মানদণ্ড: এটি বাঞ্ছনীয় যে প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে। তবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর স্তরের নীচে নয় বা কোনও সরকারি সংস্থা, কেন্দ্রীয়/রাজ্য পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (পিএসইউ) বা তাদের অধস্তন অফিস থেকে সুপারেন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার স্তরে ন্যূনতম এক বছরের পরিষেবা সহ সমতুল্য পদে হতে হবে। যাইহোক, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ সরকারী সংস্থা থেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্তরের নীচে নয় বা সমতুল্য পদ থেকে অবসর নিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও যোগ্য হবেন। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আইআইটি/এনআইটি, ইত্যাদিতে চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ফ্যাকাল্টি সদস্যরা যারা রাস্তা ও বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেছেন তারাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স সীমা: আবেদনের তারিখ অনুযায়ী ৬৫ বছরের নিচে।

পিকিউএম-এর তালিকাভুক্তির জন্য বিশদ মানদণ্ড এবং পুনঃনামকরণ উপলব্ধ https: mdoner.gov.in/activities/Pqm-and-Tpti-এ

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথির সাথে ওয়েবসাইটে দেওয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী সিভির স্বাক্ষরিত হার্ড কপি 'জিএম, এ এ্যান্ড সিসি ডিপার্টমেন্ট, NEDFI ILO., জি.এস রোড, গোয়াহাটি, আসাম-৭৮১০০৬"-এ পৌঁছাতে হবে। এর একটি সফট কপি advisory@ nedfi.com এবং infra-mdoner@.gov.in-এও পাঠাতে হবে। আরও তথ্য বা প্রশ্নের জন্য দয়া করে টেলিফোনে যোগাযোগ করুন: +৯১ ৩৬১২২২২২০০।

CBC 11101/11/0002/2425

আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় সাংবাদিকদের মধ্যে একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, স্থানীয় ভোলাগিরি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সাংবাদিকদের চারটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে এবং বেলা একটায় ফাইনাল ম্যাচের পর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মাঠেই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। এর আগে সকাল সাড়ে নয়টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ এবং রাজ্যের দুজন প্রাক্তন ক্রিকেটার উপস্থিত থাকবেন। শুক্রবার, দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ স্পোর্টস সাব কমিটির বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর চার দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কনভেনর তথা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে টুর্নামেন্টের বিস্তারিত তুলে ধরেন। খেলা হবে টি-১০ ফরম্যাটে প্রথম দুটি সেমিফাইনালের পর তৃতীয় ম্যাচটি হবে ফাইনাল।

শুরুতে মহিলা সাংবাদিকদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার সহ টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার, সেরা ফিল্ডার, ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সহ সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি প্রদান করা হবে।

আগরতলা প্রেসক্লাবের চারটি দলের খেলোয়াড়রা হলো:

টিম এ: বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দে, বিষ্ণুপদ বণিক, নারায়ণ শীল, প্রশান্ত দেব রায়, রবীন্দ্র বণিক, বিপ্লব চন্দ্র দেব, সৌরভ মোদক, প্রণব শীল, প্রবীর দাস, ভাস্কর দাস, প্রিয়তোষ চক্রবর্তী, শান্তনু বণিক (সহ অধিনায়ক), মনিময় রায় (অধিনায়ক)।

টিম বি: মেঘধন দেব, সুমন সাহা, কৃষানু দেববর্মা, দীপজিৎ আচার্য, অনিমেষ শর্মা, অঞ্জন দেব, বিপ্লব চন্দ, প্রবীর দেববর্মা, প্রশান্ত দে, সন্তোষ গোপ, বিশ্বজিৎ দে, ভাস্করজ্যোতি দত্ত, শুভঙ্কর দে, অনির্বাণ দেব (সহ অধিনায়ক), জয়ন্ত দে (অধিনায়ক)।

টিম সি: মিল্টন ধর, জাকির হোসেন, সিশান চক্রবর্তী, অরিন্দম চক্রবর্তী, সমীর সাহা, রমাব্রত দেব, সুমিত কুমার সিংহ, গৌতম ঘোষ, সুব্রত দেবনাথ (টিভি), প্রণব চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, অর্ণব বিশ্বাস, রাজেশ রায়, সুমন ঘোষ (সহ অধিনায়ক), কিরিটি দত্ত (অধিনায়ক)।

টিম ডি: বাপন দাস, অভিজিৎ ঘোষ, অলক চৌধুরী, অভিষেক দেববর্মা, সুজিত আচার্য, অমিত দেববর্মা, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, রবিন কলৈই, পার্থ সারথি দে, সুমন গণ, কিংকর শীল, দেবাশীষ বোস, অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ সাহা (সহ অধিনায়ক), সুপ্রভাত দেবনাথ (অধিনায়ক)।

সুপার ডিভিশনে ইউ. ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাডমাউথ ক্লাবের জয়ের ধারা অব্যাহত। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও পরাজয় স্বীকার করে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের দ্বিতীয় দিনে ২৪১ রানের বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করে জয়ের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৩৩২ রান সংগ্রহ করে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পাল্টা ব্যাট করতে নামলে ২৯.১ ওভার খেলে একানব্বই রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিক্রম কুমার দাসের ১১৯ রান, রবি কার্তিকেয়নের ১০১ রান, উদিয়ান বোসের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ব্লাড মাউথের অমিত আলী, শাহরুখ হোসেন এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ঋত্বিক শ্রীবাস্তব প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজয়ী দলের রবি কার্তিকেয়ন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে এগিয়ে চলো-র ৪১৯ রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুরুষদের পর এবার মহিলা ক্রিকেটেও ৪০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করলো এক ইনিংসে। ওই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করল এগিয়ে চলো সংঘ। জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। শুক্রবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে এগিয়ে চলো সংঘ ৩৩১ রানে পরাজিত করলো জিবি প্লে সেন্টারকে।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১৯ রান করে। দলের পক্ষে মামন রবিদাস ৫০ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৬, তানিশা দাস ৬০ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২, সায়ন্তিকা নম দাস ৮০ বল খেলে ৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩ এবং মেঘা সরকার ৫৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৬১ রান। জবাবে খেলতে নেমে জিপি প্লে সেন্টার মাত্র ৮৮ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে ওপেনার দীপিকা পাল ১০৮ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ এবং রুমা সরকার ৬৩ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। এগিয়ে চলো সংঘের মামন রবিদাস ১১ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি ঘোষিত, খেলার সুযোগই পাচ্ছে না রোহিতের ভারত

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বুধবার শেষ হয়েছে এক দিনের সিরিজ। ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে রোহিত শর্মার দল। এ বার তারা নামবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে, যা শুরু হচ্ছে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। সেই প্রতিযোগিতায় নামার আগে কি কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন রোহিতেরা?যে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতার আগে অংশগ্রহণকারী দলগুলি সাধারণত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে থাকে। গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে না, এমন দলের বিরুদ্ধেই সাধারণত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হয়। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারতের কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা আপাতত নেই। তারা সরাসরি ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে।বস্তুত, এ বার অনেক দলই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে না। আয়োজক দেশ পাকিস্তানও তার মধ্যে রয়েছে। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেই প্রস্তুতি সারছে তারা। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডকেও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে না। অর্থাৎ আটটি দলের মধ্যে চারটি দলই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না। আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং নিউ জিল্যান্ডকে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে। পাকিস্তান নিজেরা প্রস্তুতি ম্যাচ না খেললেও তিনটি পাকিস্তান 'এ' দল (পাকিস্তান শাহিন্স) তৈরি করা হয়েছে। তারা আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। এ ছাড়া, নিউ জিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান ম্যাচই অংশগ্রহণকারী দু'টি দেশের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ হতে চলেছে। লাহোর, করাচি এবং দুবাইয়ে হবে সব প্রস্তুতি ম্যাচ। ২০১০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এই প্রথম কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতা খেলতে নামার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে না ভারত। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ এবং গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল তারা।

প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি

১৪ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান শাহিন্স বনাম আফগানিস্তান, লাহোর

১৬ ফেব্রুয়ারি: নিউ জিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান, করাচি

১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান শাহিন্স বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, করাচি

১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান শাহিন্স বনাম বাংলাদেশ, দুবাই

চার গোল, চার লাল কার্ড, উত্তপ্ত ডার্বিতে আটকে গেল লিভারপুল

গোটা ম্যাচে চারটি গোল হল। সঙ্গে চারটি লাল কার্ড। প্রথম থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত উত্তপ্ত থাকল ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত সংযুক্তি সময়ের গোলে লিভারপুলকে ঘরের মাঠে আটকে দিল এভার্টন। অন্য দিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলকিপারের ভুলে হেরে গিয়েছে এসি মিলান। ইংল্যান্ডের মার্সি নদীর ধারে দুই পড়শি দল এভার্টন এবং লিভারপুল। তাই এই ডার্বিকে 'মার্সিসাইড ডার্বি' বলা হয়। বহু যুগ ধরেই এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা চরমে থাকে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য লিভারপুলের একাধিপত্য ছিল এই ম্যাচে। তবে গুডিসন পার্কে শেষ মার্সিসাইড ডার্বি ড্র করে স্মরণীয় করে রাখল এভার্টন। পরের মরসুম থেকে তারা খেলবে ব্রামলে মুর ডক স্টেডিয়ামে।

এভার্টনের আবদুলায়ে ডৌকুরে, লিভারপুলের কার্টিস জোন্স, কোচ আর্নে স্লট এবং সহকারী সিপকে হুলশফ লাল কার্ড দেখেছেন। সংযুক্তি সময়ে গোল দেওয়ার পর এভার্টনের খেলোয়াড়েরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন লিভারপুলের ডাগআউটের সামনে এসে। সেখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। এ দিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে গোলকিপার মাইক মাইগনানের ভুলে ফেনুর্ডের কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়েছে এসি মিলান। বেনফিকা ১-০ গোলে জিতেছে ১০ জনের মোনাকোর বিরুদ্ধে। ক্লাব ব্রুজ ২-১ জিতেছে আটালান্টার বিরুদ্ধে।

তদন্ত শুরু ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দাসুন শনাকার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্লাব ম্যাচের মাঝপথে খেলা ছেড়ে চলে গিয়েছেন বিদেশের লিগ খেলতে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়কের ক্লাব সিংহলসি স্পোর্টসের কর্তৃপক্ষও।

মুর স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির একটি ম্যাচ খেলছিলেন শনাকা। ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি তিনি আইএল টি-টোয়েন্টিতেও খেলছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সিংহলসি অবনমনের আওতায় থাকায় শনাকাকে ম্যাচটি খেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। চার দিনের সেই ম্যাচের মধ্যেই শনাকার খেলা ছিল আবু ধাবির প্রতিযোগিতাতেও। শনাকা ক্লাবের হয়ে ৮৭ বলে ১২৩ রানের ইনিংস খেলেন। ব্যাট করেন ম্যাচের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে। কিন্তু আউট হওয়ার পর আর অপেক্ষা করেননি। বিদেশের খেলতে যাওয়ার জন্য মাঠ ছেড়ে চলে যান। দলের হয়ে আর ফিল্ডিং করেননি। সে দিনই সন্ধেয় দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ১২ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন শনাকা।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনে জেসিসি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। জেসিসি-কে হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে ব্লাডমাউথের কাছে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে ছয় উইকেটে হারিয়ে জয়ে ফিরে স্ফুলিঙ্গ অনেকটা সাবলীল হতে পেরেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে জেসিসি নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেটে ২৪০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ৪৬.১ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী স্ফুলিঙ্গের গৌরীশ যাদব ৮৪ বলে ১২ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৮৮ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।এছাড়া, নিরুপম সেন ৫২ রান সংগ্রহ করেছে। জেসিসি-র দুর্লভ রায় দলের পক্ষে সর্বাধিক ৬২ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে স্ফুলিঙ্গের শুভম ঘোষ, তুষার সাহা এবং জেসিসি-র অর্জুন দেবনাথ প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সদর ক্রিকেটে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো শক্তিশালী চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। 'এ' গ্রুপে আট ম্যাচ খেলে সবকটিতেই জয় পেয়ে কর্ণ দেবনাথের ছেলেরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুক্রবার গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে হেলায় পরাজিত করলো বাধারঘাট কোচিং সেন্টার কে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার জয়লাভ করে ১০ উইকেটে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার মাত্র ৬৩ রান করে। দলের পক্ষে দিপজয় দাস ৭২ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পক্ষে আকাশ নাথ ১২ রানে এবং সন্দীপন দাস ১৩ রানে ৩টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ৪৭ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে তানিক্স চক্রবর্তী ৩১ বল খেলে ৭টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রানে এবং রাজদীপ দাস ১৮ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

রাজ্যের দাবাড়ুদের প্রশিক্ষণ দেবেন ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের দাবাড়ুদের জন্য সুখবর। এখন থেকে রাজ্যের দাবাড়ুদের সপ্তাহে একদিন করে প্রশিক্ষণ দেবেন ত্রিপুরার সর্বকালের সেরা দাবাড়ু ও তথা ফিডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত। আগরতলা মেট্রিক্স চেস একাডেমী উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে ওই উদ্যোগ। এদিকে মেট্রিক চেস একাডেমি আগরতলা এবং উদয়পুর শাখায় চলছে ভর্তি প্রক্রিয়া। ইচ্ছুকদের আগরতলা শাখার কোচ কিরীটি দত্তের (৭০০৫২৯১৯৭৬) সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বেদব্রত সায়ন্তনের শতরানে জয়ী তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অবশেষে শেষ ম্যাচে কিছুটা লড়াই করার মানসিকতা দেখালো দশমীঘাট কোচিং সেন্টারের ক্রিকেটাররা। গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানে পরাজিত হলেও ব্যাটসম্যানরা লড়াই করার মানসিকতা দেখিয়েছে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে ২০৩ রানে পরাজিত হয়েছে দশমিঘাট কোচিং সেন্টার। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩৮৬ রান করে। দলের পক্ষে জোড়া শতরান করে বেদাব্রত বণিক এবং সায়ন্তন রায়। ওই দুজনের শতরানের কাঁধে ভর দিয়েই পাহাড় সমান রান করে তরুণ সংঘ। সায়ন্তন ১০২ বল খেলে ২৬ টি বাউন্ডারি ও ৫টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫৩ এবং বেদাব্রত ১৪৭ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও ৬টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩৭ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহা করে ২৪ রান। জবাবে খেলতে নেমে দশমীঘাট কোচিং সেন্টার ১৮৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রোহন ৫২ বল খেলে ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, আকাশ চক্রবর্তী ৩৬ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং ঋতমন দাস ৩৭ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করে। তরুণ সংঘের পক্ষে শতদ্বীপ দেবনাথ ৪৬ রানে ৪টি এবং সৃজন দেবদাস ৩৪ রানে ৩টি উইকেট দখল করে।

সুপার ডিভিশনে হার্ভেকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সংহতির জয়ের ধারা অব্যাহত। হার্ভে প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে থমকে দাঁড়ালো সংহতির কাছে। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের দ্বিতীয় দিনে ১৩৪ রানের বড় ব্যবধানে হার্ভেকে পরাজিত করে জয়ের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সংহতি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার এর মধ্যে ৪৭.৪ ওভার খেলে ২৬৭ রানে ইনিংস শেষ করে।

জবাবে হার্ভে ব্যাট করতে নামলে সংহতির রানা, সানিদের সম্মিলিত বোলিংয়ে ৩৮.১ ওভার খেলে ১৩৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

ব্যাটিংয়ে সংহতির অর্কপ্রভ সিনহার ৬১ রান, শ্রীদাম পালের ৬০ রান, অরিন্দম বর্মনের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে হার্ভের অর্কজিৎ রায় ৫৪ রানে পাঁচটি উইকেট পেলেও ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় দলকে পরাজয় মেনে নিতে হয়।

সংহতির রানা দত্ত চার রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সানি সিং পেয়েছে দুটি উইকেট ২৬ রানের বিনিময়ে।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের নকআউট পর্যায় অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচের লাইন আপ চূড়ান্ত হয়েছে। শুক্রবার, গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলা শেষে গ্রুপ-এ থেকে যথাক্রমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার, এডি নগর প্লে সেন্টার, জিবি প্লে সেন্টার এবং জুয়েলস কোচিং সেন্টার এবং গ্রুপ বি থেকে এগিয়ে চল সংঘ, প্রগতি প্লে সেন্টার, মৌচাক কোচিং সেন্টার এবং ক্রিকেট অনুরাগী নকআউট পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ ফেব্রুয়ারি ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে। একই দিনে পঞ্চায়েতগ্রাউন্ডে এডি নগর প্লে সেন্টার ও মৌচাক কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্চায়েতগ্রাউন্ডে জিবি প্লে সেন্টার ও প্রগতি প্লে সেন্টার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। একই দিনে ডঃ বি আর আম্বেদকর মাঠে জুয়েলস কোচিং সেন্টার ও এগিয়ে চল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ব্যাটে-বলে দাপট এঞ্জেলের জয় অব্যাহত আগরতলা সিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত এঞ্জেল পাল। ব্যাট বলে দেখালো দাপট। এঞ্জেলের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে জয় অব্যাহত রাখলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। ৯ উইকেটে হারিয়ে দিলো চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক একদিবাসীয় ক্রিকেটে। শুক্রবার তালতলা মাঠে হয় ম্যাচটি। সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া ১৬৪ রান করে। দলের পক্ষে মোনালি শর্মা ৬০ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৪ এবং দীপিকা দেব ৫৭ বল খেলে ২১ রান করেন।

এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৪ রান।

আগরতলা কোচিং সেন্টারের পক্ষে এঞ্জেল পাল ২৯ রানে ৫ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে তামান্না দাস এবং এঞ্জেল পালের দায়িত্ব শীল ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পেলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে এঞ্জেল পাল ৯৮ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রানে এবং তামান্না দাশ ১৩০ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৪৯ রান।

দলে আরও উন্নতি চাইছেন রোহিত

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে তিনটি ম্যাচেই জিতল ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যে জয় রোহিত শর্মার দলকে জেতার অভ্যাস তৈরি করতে সাহায্য করবে। অধিনায়ক যদিও সিরিজ জিতে এক দিনের বিশ্বকাপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চান আরও উন্নতি করতে।

ম্যাচের পর রোহিত বলেন, "এই জয় খুবই তৃপ্তির। জানতাম কিছু পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। আমরা সেগুলোর উত্তর দিতে পেরেছি। যে কোনও চ্যাম্পিয়ন দল চায় প্রতি ম্যাচে উন্নতি করতে। আমরাও আগামী ম্যাচে উন্নতি করতে চাই এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা দলের প্রত্যেককে নিজের মতো খেলার সুযোগ দিই। বিশ্বকাপেও সেটা দেখা গিয়েছিল। আমরা ফলও পেয়েছিলাম। কিছু সময় হয়তো ঠিক ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটা হতেই পারে।"

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে সবচেয়ে ধারাবাহিক ছিলেন শুভমন গিল। প্রথম ম্যাচে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৮৭ রান করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে ওপেনার হিসাবে খেলেন। ৬০ রান করেছিলেন সেই ম্যাচে। বুধবার অহমদাবাদে ওপেন করতে নেমে শতরান করলেন। তাঁর ১১২ রানের ইনিংসে ভর করেই ভারত ৩৫৬ রান তোলে। সিরিজ সেরা হয়েছেন শুভমন। তিনি বলেন, "আমার অন্যতম সেরা ইনিংস এটা। শুরুর দিকে পিচ একটু কঠিন ছিল। পেসারেরা সাহায্য পাচ্ছিল। আমি আর বিরাট সিঙ্গলস নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিই। পাওয়ার প্লে-তে উইকেট হারাতে চাইনি আমরা। মাঠে নেমে আমি শুধু পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি।" রান পাচ্ছেন শ্রেয়স আয়ারও। মিডল অর্ডারে নেমে তিনিও ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন। শ্রেয়স ম্যাচ শেষে বলেন, "চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে এই আমাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। সাজঘরে সকলে খুবই আনন্দে রয়েছে। তিনটি ম্যাচে প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সঠিক সময়ে রান পেয়েছি আমরা। উইকেটও পেয়েছি।"

আইপিএলের আগে চোট সঞ্জুর

আঙুলে চোট সঞ্জু স্যামসনের। অস্ত্রোপচারও করানো হয়েছে। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে সেই ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। জফ্রা আর্চারের বল সঞ্জুর আঙুলে লেগেছিল। সেই চোট নিয়েই ভুগছিলেন কেরলের উইকেটরক্ষক।

এই বছর আইপিএলে আর্চার খেলবেন সঞ্জুর নেতৃত্বেই। আইপিএল শুরু হবে ২১ মার্চ থেকে। সূত্রের খবর, তার আগে সুস্থ হয়ে যাবেন সঞ্জু। ফলে প্রথম ম্যাচ থেকে খেলতে তাঁর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এক মাসের মধ্যেই সঞ্জু সুস্থ হয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে আইপিএল শুরুর আগে অন্তত এক সপ্তাহ পাবেন সঞ্জু।

২০২১ সাল থেকে রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু। তার আগে স্টিভ স্মিথ ছিলেন রাজস্থানের অধিনায়ক। ২০২২ সালে আইপিএলের ফাইনালে উঠেছিল রাজস্থান। কিন্তু গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল তারা। ২০২৩ সালে তারা পঞ্চম স্থানে শেষ করে। ২০২৪ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এলিমিনেটরে হেরে গিয়েছিল রাজস্থান। ২০০৮ সালের পর থেকে আর আইপিএল জেতা হয়নি রাজস্থানের। এ বারে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তিনি সদ্য ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন কোচ হিসাবে। ফলে এ বারের আইপিএলে তাঁর দলের দিকে নজর থাকবেই।

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে হীরাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ফেব্রুয়ারি: পর্যাপ্ত ক্লাসরুম এবং শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকার ফলে পড়াশোনা লাঠে উঠেছে হীরাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে। এছাড়াও আরও নানান সমস্যায় ভুগছে স্কুলটি। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত হীরাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল। স্কুলে একুশ জন ছাত্র এবং চব্বিশ জন ছাত্রী মিলে মোট পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। স্কুলের ইনচার্জ অবনীচন্দ্র উরাং জানান যে, স্কুলে উনি সহ আমিনা বেগম নামে আরেক জন শিক্ষিকা রয়েছেন। দুইজন মিলেই স্কুল পরিচালনা করতে হচ্ছে। অবনীচন্দ্র উরাং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক হলেও আমিনা বেগম সর্বশিক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কন্ট্রাক টিচার। ২০২১সাল থেকেই দুজন মিলে স্কুলটি পরিচালনা করে আসছেন। স্কুলে ছোট তিনটি রুম এবং বড় একটি রুম মিলিয়ে মোট চারটি রুম থাকলেও বড় রুমটি দুই বছর পূর্বে ভেঙ্গে যাওয়ায় ছোট দুই রুমে নিয়মিতভাবে ক্লাস হচ্ছে এবং বাকি একটি রুমে অফিসিয়াল কাজ করা হচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, স্কুলের বড় রুমটি ২০১৭সালে নির্মিত করা হলেও নির্মানের ছয় বছরের মধ্যেই রুমটি ভেঙ্গে যায়। নির্মানের ছয় বছরের মধ্যে ক্লাসরুমটি ভেঙ্গে যাওয়ায় পর ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের নির্দেশে সেই ক্লাসরুমে ক্লাস করানো বন্ধ হয়ে যায়। তবে, ক্লাস রুমটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর দপ্তরের পক্ষ থেকে সংস্কারের কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

তাছাড়া, যে দুইটি ছোট রুমে নিয়মিতভাবে ক্লাস হচ্ছে তারমধ্যে একটি রুমে প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের একসাথে বসিয়ে ক্লাস করানো হচ্ছে। অপর আরেক ছোট রুমে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের একসাথে বসিয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস করানো হচ্ছে। স্কুলে মিড ডে মিল রান্নাবান্না করার জন্য স্থায়ী রান্নাঘর নেই এবং ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল খাবার জন্য স্থায়ী খাবারের ঘর নেই। স্কুলে পানীয়জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি মিড ডে মিল রান্নাবান্না করার জন্যও স্কুলে কোনো ধরনের জলের ব্যবস্থা নেই। স্কুল থেকে দুই কিলোমিটার দূর থেকে জল বয়ে এনে প্রতিদিন রান্নাবান্না করছেন রাঁধুনি। স্কুলে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। যারফলে ক্লাসরুমে ফ্যানও নেই। এরফলে গরমের মরশুমে স্কুলে ছাত্র ছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা অসম্ভব কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটান। অবিলম্বে বিদ্যালয়টির সংস্কার কার্য্যে উদ্যোগ গ্রহণ করুক সরকার, এমনই দাবি এলাকাবাসী সহ অভিভাবক মহলের।

এসসি মেধা শংসাপত্র প্রদান বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা শাসক কনফারেন্স হলে ডক্টর বি আর আম্বেদকর এসসি মেরিট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুশান্ত দেব, মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ অন্যান্য অতিথিরা।

ঐদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০১ জনের হাতে এস সি মেরিট সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ মুগ্ধ করেছে বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্য্যালয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এসি মেরি সার্টিফিকেট পেয়ে খুবই আনন্দিত।

পথ দুর্ঘটনায় আহত স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগরে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ছোট্ট স্কুল ছাত্রী। ই-রিক্সা চালকের অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এদিনের দুর্ঘটনায় হাত ভেঙে যায় ৫ বছরের ওই স্কুল ছাত্রীর।

ঘটনার বিবরনে স্কুল ছাত্রীর পিতা প্রণব রায় জানান, উনি ওনার মেয়েকে নিয়ে সাকাইবারি রাস্তা ধরে বাইক করে স্কুলে যাচ্ছিলেন। সে সময় উনার সামনে থাকা টিআর০৫-ইআর-০৪২০ নাম্বারের একটি ইরিক্সা হঠাৎ রাস্তার মধ্যে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কোন সিগন্যাল না দিয়ে হঠাৎ করে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে ঠিক পেছনে থাকা বাইকটি গিয়ে সোজা ইরিক্সার মধ্যে লেগে যায় এবং বাইক সহ উনার মেয়েকে নিয়ে তিনি পড়ে যান রাস্তায়। এতে গুরুতর আহত হয় উনার পাঁচ বছরের মেয়ে।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দেখা যায় দুর্ঘটনায় বাচ্চা মেয়েটির বা হাত ভেঙে গেছে। ইরিক্সা চালকের খামখেয়ালীপনার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি করেছেন সাধারণ নাগরিক।

মধ্যপ্রদেশে ডাম্পারের ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

উজ্জয়িনী, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সকালে মধ্যপ্রদেশে ডাম্পারের ধাক্কায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে , এক বাইক আরোহী মাক্সি রোডের একটি কোল্ড স্টোরে যাচ্ছিলেন। সেই সময়, একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চালক পলাতক।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, হাটকেশ্বর কলোনির বাসিন্দা মহেন্দ্র (৫৫) মাক্সি রোডের কোল্ড স্টোরে কাজ করতেন। এদিন সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বাইকে রওনা দেন। মাক্সি রোডে দেবনারায়ণ মন্দিরের কাছে তাঁর বাইক দুর্ঘটনায় ঘটে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

চিকিৎসককে খুনের অভিযোগে তদন্তের আর্জি জানাল পরিবার

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাসপাতালে চিকিৎসককে খুনের অভিযোগে শুক্রবার তদন্তের আর্জি জানাল পরিবার। কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বৃহস্পতিবার কলেজের হস্টেলে ইন্টার্নের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার সেই ঘটনাতেই খুনের অভিযোগ অভিযোগ দায়ের হলো।

মৃত চিকিৎসকের নাম কিষান কুমার। তিনি কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করতেন। সেখানকার হস্টেলের ৩০৪ নম্বর ঘরে তিনি থাকতেন। তিনি বিহারের বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা। সহপাঠীদের দাবি, বুধবার রাত ১২টার পর দেখা যায় দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া না মেলায় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ যায় হস্টেলে। তার পর দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে পুলিশ। তখন দেখা যায় ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে কিষানের দেহ।

পুলিশ প্রাথমিক বিষয়টিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করেছিলেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, প্রেমঘটিত কারণ থাকতে পারে। তবে মৃতের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মৃতের পরিবারের দাবি, এটা খুনের ঘটনা। খুনের পর কিষানকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই পুলিশের কাছে এই নিয়ে তারা অভিযোগ দায়ের করেছে।

তিনদিনের নৈপুণ্য প্রদর্শন ও সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: লিচুবাগানস্থিত হস্তশিল্প সেবাকেন্দ্র আগরতলার উদ্যোগে তিনদিনের নৈপুণ্য প্রদর্শন ও সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ লিচুবাগানস্থিত হস্তশিল্প সেবা কেন্দ্র আগরতলার উদ্যোগে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফট, ত্রিপুরার ৫০জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিন দিনের নৈপুণ্য প্রদর্শন ও সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় রাজ্যের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কারিগর তপন চন্দ্র দাস, সৌরভ দেববর্মা(ফ্যাকাল্টি), মনিষ ভট্টাচার্য্য(ফ্যাকাল্টি) ভজন শর্মা(বাঁশ এবং বেতের কারুশিল্পী), সমীর পাল(মৃৎশিল্পী) এবং শিবানী দেবনাথ, ডঃ অভিনব কান্ত (ইনচার্জ, বি.সি.ডি.আই) এবং পম্পা কর্মকার (সহায়ক নির্দেশক)র উপস্থিতিতে। তাছাড়া হস্তশিল্প সেবা কেন্দ্রের অন্যান্য আধিকারিকরা এবং জুটশিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সচেতনতা শিবিরে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাঁশ এবং বেত শিল্পের প্রদর্শনীর তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিল্পের প্রতি আগ্রহ বর্ধনের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম করার নির্দেশ জারি করেছেন।

আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষের উপর প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: কৃষকদের উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে- ধান চাষ করার জন্য একদিনের- প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিক্রমনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। শুক্রবার কৃষি মহকুমা আওতাধীন বিক্রমনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নত প্রযুক্তির হাইব্রিড ধান, আধুনিক ধান চাষ, ধান চাষের সমস্যা, ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি, ধানের রোগ ব্যবসাপনা নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালাতে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জিত কুমার দাস ডেপুটি ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার পশ্চিম ত্রিপুরা, ডক্টর দেবব্রত পাল এসএ ঢুকলি, ব্লক চেয়ারম্যান বুলন সাহা, সেকেরকোট সেক্টর অফিসার মন্দাকান্ত চক্রবর্তী বিক্রমনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্বতী চৌধুরী, উপপ্রধান সুরজিৎ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনের। এই দিনের এই কর্মশালাতে কৃষকদের উন্নত ধান চাষের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

লোকায়ুক্তের ভূমিকা নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ ডিসেম্বর: সরকারি অফিসে দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে লোকায়ুক্তের ভূমিকা নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকায়ুক্ত বি কে কিলিকদার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন লোকায়ুকত কল্যাণ নারায়ন ভট্টাচার্য্য, পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট অজিত দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক সজল দেবনাথ এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ।

চোরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ বিশ্রামগঞ্জবাসী পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: সবার নিরাপত্তা দিতে পারবেন না সেরা থানার ওসি। গতকাল বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সব্জি বিক্রেতার বাইক চুরি প্রসঙ্গে এমনটাই উক্তি আসে পুলিশের কাছ থেকে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমবটাই অভিযোগ করেছেন চুরি যাওয়া বাইক মালিক।

বিশ্রামগঞ্জ থানা অধীনে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাইক মালিকরা সহ গ্রামবাসীরা। এমনটাই অভিযোগ বিশ্রামগঞ্জ থানা সংলগ্ন বড়জলা গ্রামের মানুষের। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় বাইক চুরি হলে কোন ধরনের সাহায্য এবং সহযোগিতা করে না বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশরা। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বড়জলা গ্রামের ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী আকাশ দেবনাথের টি আর ০১এ ইউ ৯৭৯৫ নম্বরের বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আকাশ তার বাইকটি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের পাশে রেখে সবজি কিনতে যায় বাজারে। ফিরে এসে দেখতে পায় তার বাইকটি জায়গা মতো নেই। চতুর্দিক খোজাখুঁজি করার পর সে বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়। থানার ওসি কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আকাশ দেবনাথ এবং তার পিতা কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ সহ বেশ কয়েকজন ওসি র কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বসত ঘর। প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। ওই ঘটনায় মেলাঘর পৌর পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাছারা, ওই অগ্নিকান্ডে দুইটি স্কুটিও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে মেলাঘর পৌর পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের নেপাল সরকারের বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর পুত্রবধূ প্রথমে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান। তাঁর চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এলাকাবাসী। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে দমকলবাহিনীকে। কিন্তু দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আগুনের শিখা সমস্ত ঘরকে গ্রাস করে নেয়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।আরও জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়েছে। আকস্মিক এই ঘটনায় সর্বস্বান্ত বাড়ির মালিকৎ নেপাল সরকার। ওই অগ্নিকাণ্ডে দুটি স্কুটি সহ যাবতীয় আসবাবপত্র এবং মূল্যবান কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

হাওড়া শাখায় বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী সপ্তাহান্তে ফের হাওড়া শাখায় বাতিল থাকবে একগুচ্ছ ট্রেন। শুক্রবার রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া-তারকেশ্বর-আরামবাগ শাখায় ব্রিজ মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। তাই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।এর ফলে সপ্তাহান্তে আবার দুর্ভোগে পড়তে চলেছেন যাত্রীরা। যদিও রেলের দাবি, সপ্তাহের বাকি পাঁচদিনের তুলনায় শনি ও রবিবার যাত্রী কম হয়। তাই সব দিক বিবেচনা করেই ওই দুটি দিন বেছে নেওয়া হয়েছে।রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, শনিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর গামী দুটি লোকাল (৩৭৩৪৯, ৩৭৩৫১) বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে রবিবার তারকেশ্বর-হাওড়া গামী আটটি লোকাল, তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি গামী ২টি লোকাল বাতিল করা হয়েছে।এছাড়াও রবিবার বাতিল থাকবে গোঘাট-হাওড়া, গোঘাট-তারকেশ্বর, আরামবাগ -হাওড়া, হরিপাল-হাওড়া লোকাল ট্রেন। একইভাবে সংশ্লিষ্ট রুটে একাধিক আপ ট্রেনও বাতিল থাকবে। এছাড়াও হাওড়া ডিভিশনের দিয়ারা-নাসিবপুর ও নাসিবপুর-সিঙ্গুর স্টেশনের মধ্যে সেতু সংস্কারের জন্য কয়েকটি ট্রেন বন্ধ থাকবে।প্রসঙ্গত, বেনারস রোডে সেতু নির্মাণের জন্য হাওড়া ও লিলুয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফের একই ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা।

মধ্যপ্রদেশে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

রাজগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় থানার অন্তর্গত কিষণগড় গ্রামে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকালে হোমগার্ড অফিসের পেছনে জঙ্গলে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। জানা গেছে, তাঁর নাম দীপক (৩০), কিষণগড় গ্রামের বাসিন্দা। এদিন সকালে কাজে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে দেহ হস্তান্তর করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রবিবার বিশেষ বৈঠক

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রবিবার এক বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, সাংসদ দীপক অধিকারী এবং সেচ দফতরের আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারও উপস্থিত থাকবেন বৈঠকে। থাকবেন মাস্টার প্ল্যান সাব কমিটির সদস্যরাও। আগামী রবিবার দুপুর দু’টোয় ঘাটাল টাউন হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠক থেকেই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সফলভাবে রূপায়ণের জন্য নবান্নের নির্দেশে তৃণমূল স্তরে দশটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দাসপুর, কেশপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা-সহ দশটি এলাকাকে ধরে তৈরি হয়েছে এই দশটি গ্রাম কমিটি। কমিটির সদস্যরা তৃণমূল স্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ এগনোর জন্যই এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলে খবর।নবান্ন সূত্রে খবর, বাজেটে অর্থ বরাদ্দ হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে এই বৈঠক।

বাড়ি হেলে যাওয়া নিয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বাড়ি হেলে যাওয়ার ব্যাপারে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার। কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। একই সঙ্গে আগামীদিনে ফের কোনও বহুতল হেলে পড়লে বা বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা ঠিক করতে খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞ নিয়ে বিশেষ কমিটি গড়ল রাজ্য।

শুক্রবার জানা গিয়েছে, আট সদস্যের এই কমিটির মাথায় রয়েছেন রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত সচিব অরূপরতন মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, খড়্গপুর আইআইটির ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান বিপ্লবকান্তি সেনগুপ্ত। এছাড়া কমিটিতে রয়েছেন আরও দুই বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্ট। এছাড়াও রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকর্তারাও রয়েছেন ওই কমিটিতে।

প্রসঙ্গত, বাঘাযতীন, ট্যাংরা, কামারহাটি, বিধাননগর, বাগুইআটি, তপসিয়া, বহুতল হেলে পড়ার তালিকা দীর্ঘতর। বছরের শুরুতে তাসের ঘরের মতো একের পর এক বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পাশাপাশি শহরের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহুতল ঘিরে বিতর্কও কম হচ্ছে না।

প্রয়াত কিষাণ কাপুরের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর

ধর্মশালা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার ধর্মশালায় সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর দেখা করেন প্রয়াত প্রবীণ বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী কিষাণ কাপুরের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তিনি তাঁদের সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, কিষাণ কাপুর একজন সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির নেতা ছিলেন। তিনি এও বলেন, কিষাণ কাপুরের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ রাজনীতিতে বিরল। তিনি রাষ্ট্র ও দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন মেঘওয়াল বললেন সংসদীয় বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে

যোধপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। শুক্রবার রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, ’এটা আমাদের বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের কাজ। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবে। আমি সংসদীয় বোর্ডের সদস্য নই।’ সংসদে উত্থাপিত ওয়াকফ জেপিসি রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ’ভিন্নমতের বিষয়গুলি রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি জানি না, তাঁরা (বিরোধীরা) কীসের ভিত্তিতে এই রিপোর্টে আপত্তি জানিয়েছিল। রিপোর্টে কিছু বড় সংশোধনী রয়েছে যা মূলত দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য।’

চড়িলামে প্রাণী চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার তড়িঘড়ি দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড শান্তিপ্রিয় সংস্থার মাঠে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিশাল পরিমাণ ঔষধ নিয়ে ক্যাম্প বসালো চড়িলাম প্রাণী চিকিৎসালয়। এলাকার সমস্ত গোপালকদের গবাদি পশুগুলো দেখে দেখে ভালো ভালো ওষুধ দেওয়া হয় গোপালগদের। যাতে করে এলাকায় লাম্পিং রোগ থেকে মুক্তি পায় গবাদি পশুগুলো।

শিবিরে ছিলেন গবাদি পশুর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর বিপ্লব দাস, সুভাষচন্দ্র দাস এবং এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা পিংকি দাস। এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রচুর পরিমাণ ঔষধ পেয়ে খুশি এলাকার গোপালোকেরা। ধন্যবাদ জানিয়েছে বিশালগড় মহকুমার কর্মরত সমস্ত সাংবাদিকদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে। কারণ সাংবাদিকরা পশুর মৃত্যুর মিছিলের সংবাদ প্রকাশ করায় আজ প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরে উদ্যোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে মৎস্যজীবীরা

গোসাবা, ১৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সুন্দরবনের নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের কবলে পড়ল মৎস্যজীবীদের ৮ টি নৌকা। মাঝনদীতে মারধর করে মাছ, কাঁকড়া, চাল, ডাল সহ সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের মোড়গাঙি পশুরতলা এলাকায়। গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর, মোল্লাখালি ও সাতজেলিয়ার মৎস্যজীবীদের নৌকায় লুট হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার এ বিষয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত মৎস্যজীবীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের এইসব এলাকা থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরার জন্য নদী, খাঁড়িতে পাড়ি দিয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা। পূর্ণিমার কটাল থাকায় মাছ, কাঁকড়া ভালই মিলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই দুটি নৌকায় করে ৮ জন দুষ্কৃতী আসে মোড়গাঙি এলাকায়। সেখানে নোঙর করে থাকা মৎস্যজীবীদেরকে বন্দুক, ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তাঁদের নৌকা থেকে মাছ, কাঁকড়া সহ অন্যান্য সামগ্রী লুট করে। এমনকি মৎস্যজীবীদের মারধরও করা হয়। এরপর পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। শুক্রবার সকালে আক্রান্ত মৎস্যজীবীরা এলাকায় ফিরে বিষয়টি জানালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আক্রান্ত মৎস্যজীবীরা বলেন, প্রতিটা কটালেই এখন এই ধরনের দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে। বারবার বন দফতর ও পুলিশকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। আমাদের অনুমান মৈপীঠ এলাকা থেকেই এই দুষ্কৃতীদের দল এসেছিল। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas